জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ব্রাত্য শামি

ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ ছন্দে থাকা মহম্মদ শামি উপেক্ষিতই। জায়গা হয়নি ঈশান কিশানেরও। ঘাড়ের চোট সারিয়ে অধিনায়ক হিসেবে ফিরেছেন শুভমন গিল। শর্তসাপেক্ষে প্রত্যাবর্তন শ্রেয়স আইয়ারেরও

ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা

পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে ফের ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা। যদিও এই ঊর্ধ্বমুখী ক্ষণস্থায়ী। উত্তরে শীতের দাপট থাকবে অব্যাহত। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

মহারাষ্ট্রে ৬ কিমি হেঁটে চিকিৎসা কেন্দ্রে, প্রাণ হারালেন অন্তঃসত্ত্বা

খুলল রোহিণীর রাস্তা, ১০ কিমি কমল দার্জিলিং-কার্শিয়াং দূরত্ব

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২০ ● ৪ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ১৯ পৌষ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 220 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 4 JANUARY, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

লক্ষ্য এবার পাঁচে ৫

আলিপুরদুয়ার বিজেপিকে সবক শেখাবে ছাব্বিশে অভিষেক

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

বারুইপুরের পর এবার আলিপুরদুয়ারেও লক্ষ্য স্থির করে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার মাঝেরডাবরি চা-বাগানে হাজার-হাজার বাগান শ্রমিকদের মাঝে দাঁড়িয়ে তৃণমুলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলে দিলেন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন বিজেপিকে সবক শেখানোর নির্বাচন। সেইসঙ্গে দলীয়

সতীর্থদের তাঁর নির্দেশ, এবার আলিপুরদুয়ার জেলায় পাঁচে পাঁচ করতে হবে। একটা বুথেও বিজেপিকে মাথা চাড়া দিতে দেওয়া যাবে না। বাগানের ক্রস মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, বিজেপি শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কথা দিলে কথা রাখে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষের সরকার গোটা বাংলা জুড়ে উন্নয়ন করছে। যেখানে বিজেপির বিধায়ক রয়েছে সেইসব জায়গাতেও উন্নয়ন হয়েছে। সেখানে কোনও ভেদাভেদ হয়নি। একইসঙ্গে তীব্র কটাক্ষ করে (এরপর ১০ পাতায়)

আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা-বাগানে চা-শ্রমিকদের মাঝে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

চা-বাগানে মজুরি সমস্যার সমাধান ছাব্বিশে শপথের ৩০ দিনের মধ্যে

কেন্দ্র কিছু করবে না পাশে রাজ্য সরকার

প্রতিবেদন : এই ঘটনা আগে বাংলা কেন, দেশের রাজনীতিতে কখনও দেখা গিয়েছে কি না মনে করতে পারছেন না কেউ। জনসভায় দাঁড়িয়ে জনতার প্রশ্ন শুনে সমাধান বাতলে দিলেন নেতা। শনিবার, এই অভিনব ঘটনার সাক্ষী থাকল আলিপুরদুয়ার। সেখানকার শহর সংলগ্ন মাঝের ডাবরি চা-বাগানের মাঠে জনসভা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আর সেখানেই চা-শ্রমিকদের সমস্যা শোনার ব্যবস্থা করছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সমস্যা শুনে শুধু আশ্বাসবাণী নয়, বাস্তবসম্মত সমাধানের রাস্তা বাতলে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, একটু ধৈর্য ধরুন। চতুর্থবারের জন্য আমাদের সরকার হবে। তার ৩০ দিনের মধ্যে

বক্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার আলিপুরদুয়ারে।

অভিনব উদ্যোগ, অভিষেক সরাসরি শুনলেন কর্মীদের অভাব-অভিযোগ

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। আর তার ৭ দিনের মধ্যে কাজ বাস্তবায়িত হবে।

এদিন আলিপুরদুয়ারের চা-বাগানে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য শ্রমিকদের ফর্ম দেওয়া হয়। সেই ফর্মের মাধ্যমে তাঁদের সমস্যার বিস্তারিত তুলে ধরেন শ্রমিকরা। তার থেকে এক-একটি ফর্ম তুলে সমস্যা শুনে মঞ্চ থেকেই সমাধানের রাস্তা বলে দেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের এই উদ্যোগে আপ্লুত আলিপুরদুয়ারের চা-শ্রমিকেরা। (এরপর ১২ পাতায়)

আবেদনের কপি আমাকে দিন, মিলবে বিয়ের টাকা

প্রতিবেদন : চা-শ্রমিকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে, এক বিবাহিতা চা-শ্রমিকের রূপশ্রীর না পাওয়া অনুদানের টাকা পাইয়ে দেবার গ্যারান্টি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে মিক নাগাসিয়া নামের ওই মহিলা চা-শ্রমিককে জানালেন নতুন বিবাহিত জীবনের শুভেচ্ছা। আলিপুরদুয়ার মাঝের ডাবরি চা-বাগানের দমনপুর ডিভিশনের ফুটবল মাঠে শনিবার 'জিতবে আবার বাংলা' কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি জেলার চা-শ্রমিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করে তাঁদের অভাব অভিযোগ জেনে, সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছিলেন। চা-শ্রমিকদের প্রশ্ন অভিযোগের আকারে সংগ্রহ করে কয়েকটি অভিযোগ বক্সে রাখা হয়েছিল। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সত্য ও মিথ্যা

সত্য পথে এগিয়ে চলো
মন করো নির্ভয়
সত্যের পথেই আসে সংগ্রাম
নিও না মিথ্যার আশ্রয়।।

সত্যর পথ বন্ধ হলেও
সত্য হয় দীর্ঘজীবী
মিথ্যার পথ স্বল্পতার পথ
সর্বদাই হয় ক্ষীণজীবী।।

সত্যের পথ মঙ্গলময় পথ
মিথ্যা আনে দুরভিসন্ধি
মিথ্যার সাথে আপোস কোরো না
সত্যই সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী।।

সত্যের পথ দীর্ঘজীবী হোক
নাই বা থাকলো তার দাম
একদিন দেখো সত্যই দেখাবে
ঘৃণ্য মিথ্যার পরিণাম।।

এসআইআর কাড়ল আরও ৩ জনের প্রাণ

অসিত কুণ্ডু।

ধনঞ্জয় চতুর্বেদী।

আশিস ধর।

প্রতিবেদন : **এসআইআর আবহে রাজ্যে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার পর্যন্ত সার-শুনানির আতঙ্কে রাজ্যের দক্ষিণে হুগলি ও হিঙ্গলগঞ্জে প্রাণ হারিয়েছেন দুই বৃদ্ধ। আবার কোচবিহারে অতিরিক্ত কাজের চাপে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বিএলও-র। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে কোচবিহারের** (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 January, 2026 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৯৪ রাহুল দেববর্মন (১৯৩৯-১৯৯৪) এদিন সুরলোকে চলে গেলেন। সুরকার, গায়ক এই মানুষটি তখনকার ইন্ডাস্ট্রির চেয়ে একশো ভাগ এগিয়েছিলেন। সত্তরের দশক ছিল আর ডি-র দশক। আর ডি বর্মন মানে যেমন এক মুঠো ঝলমলে উচ্ছ্বাস তেমনই আর ডি বর্মন মানে সংযম, যা কৃতী সুরকারের অন্যতম পরিচয়। যেমন, 'মুসাফির হুঁ ইয়ারো' গানটির সুর করছেন যখন আর ডি তখন সারারাত গাড়ি করে মুম্বইয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তিনি। তার পর যে গান হল তাতে রিদিমের একটাই প্যাটার্ন থাকল। ইন্টারলিউডে গানের মুখড়া বাজল। ব্রেক করে অন্য কোনও যন্ত্র এনে গানের মেলোডি নষ্ট

করতে চাননি আর ডি। এই সংযমটাই শিক্ষার বলে মনে করেন অনেক শিল্পী ও সুরকার। এক সময়ে বছরে সতেরোটা ছবির জন্য গান তৈরি করেছেন তিনি। কিন্তু আত্মবিশ্বাস, গান নিয়ে পড়াশোনার ফলে নিজের মধ্যে যে ক্ষমতার বলয় তৈরি করেছিলেন তিনি, সেই বলয় তাঁকে বরাবর বাজারি নিয়মকে ভেঙে অন্য রাস্তায় গান বাঁধার স্বপ্নকে সুরে ভাসিয়েছিল। সেই সুরে দিকদিগন্ত আজও পঞ্চমমুখর!

১৯২৭ 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করল ব্রিটিশ সরকার। প্রথমে 'পথের দাবী' প্রকাশ করতেই রাজি ছিলেন না কথাসাহিত্যিক। কিন্তু বঙ্গবাণী পত্রিকার মালিক ছিলেন নাছোড়বান্দা। জোর করেই সম্মতি আদায় করেন। তিন বছর তিন মাস ধারাবাহিকভাবে সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। ১৯২৬

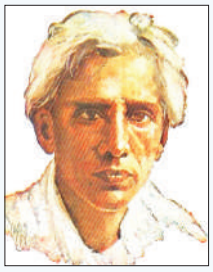

সালের মাঝামাঝি বই আকারে বের হয়। 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচী ঝড় তোলেন পাঠকের মনে। তারপরেই ব্রিটিশ-বিরোধী উপন্যাসটিকে নিষিদ্ধ করতে আসরে নামেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট। মৃদু আপত্তি শোনা গিয়েছিল বাংলার অস্থায়ী মুখ্যসচিব প্রেন্টিস সাহেবের গলায়। কিন্তু বিপ্লবীদের মনোবল বাড়ার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন টেগার্ট। তার আগেই অবশ্য বিক্রি হয়ে গিয়েছিল বইয়ের প্রথম সংস্করণ, তিন হাজার কপি।

১৯৩২ সাগর সেন (১৯৩২-১৯৮২) এদিন কলকাতার বরানগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আকাশবাণীতে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম রেকর্ডিং হয়। ১৯৬৮ সালে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'য় তাঁর গাওয়া 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি গান' তাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। স্বকীয় উপস্থাপনা শৈলীতে বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্য এক মাত্রায় নিজস্বতা পেয়েছে। সহজিয়া রীতিতে আর আবেগাপ্লুত গায়কিতে তাঁর নিবেদিত সঙ্গীতের মূর্ছনা শ্রোতাদের বিভোর করে। পরবর্তী সত্তর ও আশির দশকে তৎকালীন গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইন্ডিয়া (বর্তমানের সারেগামা ইন্ডিয়া) থেকে তাঁর বহু সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয় ।

১৮৬১ মেঘনাদবধ কাব্য : প্রথম খণ্ড এদিন প্রকাশিত হয়। দু'খণ্ড ও নয় সর্গে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য এটি। মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল এমন একটি কাব্য রচনা করা যাতে ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের মহাকাব্যের ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটবে এবং যা স্থায়ী ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করবে। এই

কাব্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর এ-স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেন। মহাকাব্যটি রচনার জন্যে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ নামে এক নতুন বাংলা ছন্দ নির্মাণ করেন। এ-ছন্দে তিনি মধ্যযুগের চৌদ্দ মাত্রার পয়ার ছন্দ বজায় রেখেছেন, কিন্তু যতির সুনির্দিষ্ট স্থান বদল করে পঙ্‌ক্তির যে-কোনও জায়গায় রাখার স্বাধীনতা নিয়েছেন, আর সেইসঙ্গে নিয়েছেন এক পঙ্‌ক্তি থেকে আর এক পঙ্‌ক্তিতে অবলীলায় যাওয়ার প্রবহমানতা।

১৮০৯ লুই ব্রেইল (১৮০৯-১৮৫২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। ২০ বছর বয়সে অন্য অন্ধ ব্যক্তিদের শিক্ষা দিতে এগিয়ে আসেন। আবিষ্কার করেন ব্রেইল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ৬টি বিন্দু দিয়ে অক্ষর সংখ্যা ইত্যাদিকে সূচিত করা হয়। এর ফলে অন্ধ ব্যক্তিরাও নিজে নিজে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। ২০১৯ থেকে আজকের দিনটিকে 'ব্রেইল দিবস' হিসেবে পালন করছে রাষ্ট্রসংঘ। উদ্দেশ্য, ব্রেইল পদ্ধতি জনপ্রিয় করে তোলা।

১৯৬০ আলবার্ট কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০) এদিন প্রয়াত হন। ১৯৫৭-তে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে, নোবেল ইতিহাসের দ্বিতীয়-কনিষ্ঠতম প্রাপক হিসেবে, তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'দ্য স্ট্রেঞ্জার', 'দ্য প্লেগ', 'দ্য মিথ অফ সিসিফাস', 'দ্য ফল' এবং 'দ্য রেবেল'।

৩ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৫০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৩৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.১২	৮৮.৯৮
ইউরো	১০৬.৮৯	১০৪.২২
পাউন্ড	১২২.৬২	১১৯.৭৬

নজরকাড়া ইনস্টা

সোমলতা, সঙ্গে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যরা

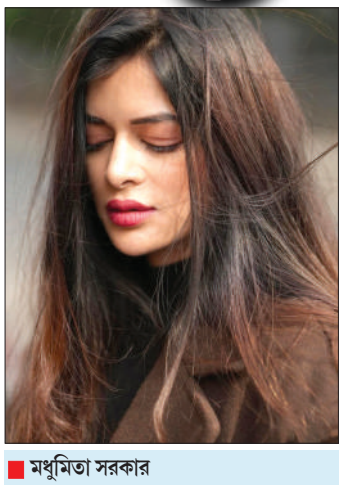

মধুমিতা সরকার

কর্মসূচি

হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অর্ণব রায় ও উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সাধারণ মানুষদের শীতবস্ত্র প্রদান ও ছাত্রছাত্রীদের খাতা-পেন বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরপ্রধান দিলীপ যাদব-সহ জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬০৫

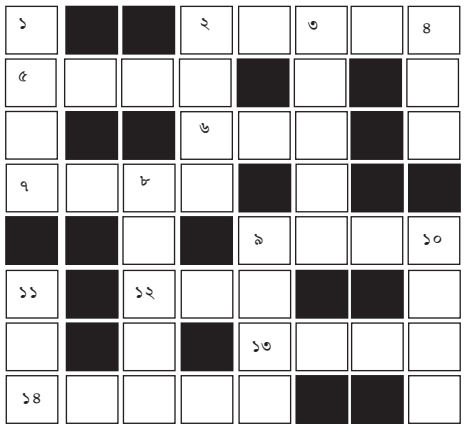

পাশাপাশি : ২. (আল.) শূন্য ৫. মনের ভাব, অভিপ্রায় ৬. সরকার ৭. পরস্পর সাহায্য, সহায়তা ৯. দিনরাত ১২. কাপড়ে লিখে ঝুলানো বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞাপন ১৩. পর্বত ১৪. বিশেষভাবে সজ্জিত।

উপর-নিচ : ১. সোনা ২. গতির আনন্দ ৩. বারুদের ঘর ৪. চোট, ধাক্কা ৮. যোগাসন ৯. সুরক্ষিত নয় এমন ১০. কন্দর্প ১১. কোনও গুণ বা দোষ চাপানো।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০৪ : পাশাপাশি : ১. পদবি ৩. সন্দংশ ৫. চমৎকারক ৭. তম্বুরা ৮. দাখিল ১০.অঙ্গারধানিকা ১২. মনবসা ১৩. নমন। **উপর-নিচ:** ১.পদপাত ২. বিশ্বচরাচর ৩. সরিৎ ৪. শল্লক ৬. কায়দাকানুন ৯. লজ্জাহীন ১০. অন্তিম ১১. ধামসা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

4 January, 2026 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

আলিপুরদুয়ারে রণসংকল্প সভা • নানা মুহূর্তে অভিষেক

বিশ্বাসঘাতক বিজেপি মানুষের পাশে তৃণমূল এক্স-বার্তায় অভিষেক

প্রতিবেদন : শনিবার আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা-বাগানে আগামীতে ঐক্যবদ্ধ লড়াই ও চা-শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের বার্তা দিয়েছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে এক্স মাধ্যমেও আলিপুরদুয়ারের মানুষকে কমিশনের এসআইআর হেনস্থা, বিজেপির বিশ্বাসঘাতকতা এবং শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষাকারী তৃণমূল সরকারের মধ্যে পার্থক্য বোঝার বার্তা দিয়েছেন সাংসদ। তিনি লেখেন, ২০২১ ও ২০২৪ সালে বিজেপি আলিপুরদুয়ারের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে— ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করেছে আর ভোট-গণনা শেষ হতেই প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে গিয়েছে। এসেছে বিশ্বাসভঙ্গ, পরিত্যাগ। কিন্তু বাসস্থান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, রাস্তা, পরিকাঠামো, দুর্যোগ ত্রাণ হোক অথবা ন্যায্য দৈনিক মজুরি বৃদ্ধির দাবিই হোক— তৃণমূল সরকার কখনও ব্যর্থ হয়নি। আজ আলিপুরদুয়ারের মানুষ এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তাঁদের বুঝতে হবে— কে তাঁদের অধিকার ও মর্যাদার জন্য কাজ করে, আর কে সেগুলো কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করে!

অভিষেকের সংযোজন, আজ মাঝেরডাবরি চা-বাগানে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছি। সমস্যার কথা শুনে আশ্বাস দিয়েছি— আমরা দৃঢ়ভাবে তাঁদের পাশে আছি। তাঁদেরও সম্মিলিতভাবে শপথ নিতে হবে— যারা বাংলার গণতান্ত্রিক কণ্ঠরোধ করতে চায়, মানুষের পরিচয় ও প্রতিনিধিত্ব কেড়ে নিতে চায়, তাঁদের জবাবদিহির মুখে দাঁড় করানো হবে। যাঁরা বাংলাকে খাটো করতে চায়, মানুষই তাদের উত্তর দেবেন। পাশাপাশি, কমিশনের এসআইআর-হেনস্থা নিয়ে অভিষেক লেখেন, বাংলায় হুডিনি-কাণ্ড ঘটাচ্ছেন ভ্যানিশ কুমার। এসআইআর-এর জাদুকাঠি ঘুরিয়ে জীবিত ভোটারদের 'মৃত' বলে তালিকা থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে। যাচাইকৃত তালিকা প্রকাশ না করেই ৯১.৪৬ লক্ষ ভোটারকে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি'র তকমা লাগিয়ে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে— নাগরিক হিসেবে নয়, সন্দেহভাজন হিসেবে। সংখ্যাটি আগে ছিল ১.৩৬ কোটি, পরে তা কমানো হয়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

4 January, 2026 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জনতার ঝামা

বাংলার রাজনীতিতে আগামিদিনে ভারতীয় জনতা পার্টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ, ২০২৬-এর ভোটে খুল্লাম-খুল্লা ধর্মীয় রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। আর ধর্ম নিয়ে রাজনীতি পছন্দ করেন না বাংলার মানুষ। আগেও এর প্রমাণ মিলেছে, চার মাস পরে আবার প্রমাণ দেবেন বঙ্গবাসী। চ্যানেলে দেখছিলাম, বলিউডে অভিনয় করতেন এক বাঙালি— এখন তিনি বৃদ্ধ বয়সে কীসব বোধহীন কথা বলছেন! তিনি নাকি একসময় অতিবাম রাজনীতি করার কারণে রাজ্য ছেড়েছিলেন! আর সেই তিনিই এখন ৭৮ বছরের বৃদ্ধ, বলেন কিনা সনাতন ধর্ম রক্ষা করতে হবে! যে বাংলা দুর্গাপুজোর অননুকরণীয় ঐতিহ্য ধরে রাখা এবং প্রসারিত করার কারণে আন্তর্জাতিক সম্মান পায়, সেই বাংলামায়ের কাছে এসে মাসির গল্প! যে বাংলায় গঙ্গাসাগর মেলা হয়, সারা পৃথিবীর মানুষ এসে মিশে যান এক হয়ে, তাকে সনাতন ধর্মের পাঠ দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখানো হবে! যে বাংলা জন্মাষ্টমী বা শিবরাত্রিতে রাতভোর এক করে গভীর শ্রদ্ধা জানায়, তাদের কাছে সনাতনী গল্প! আসলে এরা সব বিজেপির মুখোশে ভেকধারীর দল। এরা মোটেই সনাতন ধর্মের সেবক নয়। এরা সনাতন ধর্মকে সামনে রেখে ভোটের খেলায় নেমেছে। মানুষকে ধর্ম দিয়ে প্রভাবিত করে ভোট পাওয়ার ব্যর্থ কৌশল। অন্যবার একটু রাখঢাক থাকে। এবার প্রকাশ্যে। বিজেপি যে কতটা মরিয়া, এটা তারই প্রমাণ। বিজেপি লোকসভা ভোটে এ-যাবৎকালে— যেবার তুলনায় বেশি আসন পেয়েছিল, সেই ২০১৯-এর ভোটেও ধর্মীয় রাজনীতি প্রকট ছিল না। কিন্তু বেলাইন থেকে আসা গদ্দার অধিকারী বিভাজনের রাজনীতিকেই পাথেয় করেছে। কারণ, বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এ-ছাড়া আর কোনও অস্ত্র পড়ে নেই বিজেপির কাছে। উন্নয়নের প্রশ্নে বিরোধীদের বহু ক্রোশ দূরে ফেলে রেখেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাই অক্ষমের শেষ অস্ত্র ধর্ম। বাংলা বিশ্বাস করে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ভোট-শেষে এইসব ভেকধারীরা আদৌ কি মুখ দেখানোর জায়গায় থাকবেন! কারণ জনতা যখন মুখে ঝামা ঘষে দেন— শাস্ত্র বলছে— তার চিহ্ন একদশক পরেও থেকে যায়!

e-mail থেকে চিঠি

আর কত মিথ্যাচার দেখতে হবে আমাদের!

বিজেপির মিথ্যাচার দেখে দেশবাসী ক্লান্ত। সর্বশেষ সংযোজন সম্ভবত যোগী রাজ্যে পুলিশের নাগরিক পরিচয় উদঘাটনের যন্ত্র। ‘কোথা থেকে এসেছেন? কাগজপত্র দেখি। একদম মিথ্যে বলবেন না। আমাদের কাছে কিন্তু যন্ত্র আছে। এখনই সব ধরা পড়ে যাবে।’ পুলিশকর্তার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন লখনউয়ের কয়েকজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এমন সময় তাঁদের একজনের পিঠে ফোন ঠেকিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন পুলিশ আধিকারিক। ‘নাগরিক যাচাইয়ের যন্ত্র’! মুহূর্তেই বলে দেবে কে বাংলাদেশি! ঠিক তাই হল। একটু পর এসএইচও বলে উঠলেন, ‘এই দেখুন মেশিনে কিন্তু বাংলাদেশি দেখাচ্ছে।’ বাসিন্দার বক্তব্য, ‘স্যার আমি বাংলাদেশি না। আমরা বিহার থেকে এসেছি।’ উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের ভোয়াপুর বস্তির ঘটনা। গত ২৩ ডিসেম্বর যোগী রাজ্যে পুলিশ-প্রশাসনের এমন অদ্ভুত কাণ্ড। নিয়ম-নির্দেশিকার চাপে অনেকে আতঙ্কে আত্মঘাতী। প্রায়শই সভা গরম করতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়েও গর্জে ওঠেন মোদি-শাহ-যোগীরা। বাংলা বললেই ভিনরাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের ‘বাংলাদেশি’ দাগিয়ে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। কৌশাম্বী থানার এসএইচও অজয় শর্মা-সহ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক ভোয়াপুর বস্তিতে গিয়ে বাংলাদেশি খোঁজার কাজ শুরু করেছেন। পিঠে মোবাইল ঠেকিয়ে একজনকে বাংলাদেশি হিসেবে শনাক্ত করেন। এরপরই নথিপত্র দেখিয়ে রুখে দাঁড়ায় বাসিন্দারা। চাপে পড়ে অজয় শর্মার বক্তব্য, ‘আমি কিছু ভুল করিনি। আসলে ওদের চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। যাতে আসল পরিচয়টা বলে।’ কিন্তু শাক দিয়ে মাছ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। এর ফল ভুগতে হবেই।

— অনুপম ভট্টাচার্য, কৈখালি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

২০২৬ দিচ্ছে ডাক

বিজেপির বাবুরা নিপাত যাক

এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাময় আলিপুরদুয়ার। বুঝিয়ে দিচ্ছে কী খেলা হবে এবার।

এসআইআর শুনানি যত এগোচ্ছে মানুষের ক্ষোভ ততই চড়ছে। তাতে অবশ্য বিজেপি-নেতৃত্বের হেলদোল নেই। উল্টে কমিশনের প্রতিটি কাজের সাফাই দিচ্ছে। কমিশনের কাজের দায় আগ বাড়িয়ে নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। এ ছাড়া বিজেপির উপায়ও নেই। নগ্ন-সত্যকে কলমে তুলে আনলেন **আকসা আসিফ**

২০২৬-এর শুরুতেই স্পষ্ট কথাটা স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া দরকার। যেভাবে প্রতিনিয়ত বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলায় কথা বলার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে, তাতে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ভিনরাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে।

এই প্রেক্ষিতে বিজেপিকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে, যেভাবে তারা বাংলায় কথা বলার জন্য বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বিজেপি-শাসিত রাজ্য থেকে তাড়াচ্ছে। এরপর কোনও বাঙালির উপর অত্যাচার হলে বিজেপি নেতাদের গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে পেটানো ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। যেমন আয়নায় মুখ দেখাবে, তেমনটাই দেখবে।

এসআইআর শুনানি যত এগোচ্ছে মানুষের ক্ষোভ ততই চড়ছে। তাতে অবশ্য বিজেপি নেতৃত্বের হেলদোল নেই। উল্টে কমিশনের প্রতিটি কাজের সাফাই দিচ্ছে। কমিশনের কাজের দায় আগ বাড়িয়ে নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। এছাড়া বিজেপির উপায়ও নেই। কারণ এই মুহূর্তে কমিশনই ভরসা। বিজেপির সুবিধে হবে, এমনই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কমিশন। ইনিউমারেশন শুরু হতেই বিজেপি বুঝেছিল, বুথের ভোটারকেই সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলএ করার ক্ষমতা তাদের নেই। বিষয়টি স্পষ্ট হতেই কমিশন জানিয়ে দিল, বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার হলেই যে কোনও বুথের বিএলএ হতে পারবেন। বাংলায় শুনানিতে থাকবে মাইক্রো অবজার্ভার। তাঁরা সকলেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মী অথবা অফিসার। তবে, এটা কেবল বাংলার জন্যই। এসব দেখে অনেকে বলছেন, পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে এরপর হয়তো ভোট কাউন্টিংয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থাকার উপরেও জারি হবে নিষেধাজ্ঞা। ফলে কমিশনের কাজকে দু'হাত তুলে সমর্থন করা ছাড়া বিজেপির কোনও রাস্তা নেই। তাই মানুষের চরম দুর্ভোগ, হয়রানি সত্ত্বেও বিজেপি নেতৃত্ব কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। শুনানিতে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যে ভুক্তভোগীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়েছে। মানুষের এই হয়রানি সুকান্তবাবুদের মনে দাগ কাটেনি। উল্টে তিনি শুনানিতে অসুস্থ ও বয়স্কদের যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, ‘যাঁরা অসুস্থ তাঁরা ভোট দিতে কীভাবে ভোটকেন্দ্রে আসবেন? তখন অসুবিধে হবে না?’ সাফাই দিতে গিয়ে টেনে এনেছেন নিজের বাবার উদাহরণ। তিনি বলেছেন, ‘আমার বাবা অসুস্থ মানুষ। তিনি ভোট দিতে যেতে পারেন না। তাই এসআইআরে তাঁর নাম নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আপনি যদি ভোট দিতে যেতে পারেন, তাহলে এসআইআরে যেতে পারবেন না কেন?’

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সর্বোপরি একজন অধ্যাপকের থেকে এমন প্রতিক্রিয়া কল্পনাও করা যায় না! সুকান্তবাবু কমিশনের ‘অমানবিক’ কাজকে সমর্থন করতে গিয়ে এমন সব কথাবার্তা বলছেন যা পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকেও হার মানিয়েছে। তবে, সুকান্তবাবু নিরুপায়। বিজেপির ‘বিগ বস’ অমিত শাহ বাংলায় ‘ঘুসপেটিয়া’দের নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। তাই তাঁকেও সেই সুরে সুর মেলাতে হবে। বেসুরো হলেই হাল যে পূর্বসূরি দিলীপ ঘোষের মতোই হবে, সেটা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাই কমিশনের প্রতিটি কাজকে সমর্থন করা ছাড়া উপায় নেই।

এসআইআর শুরুর আগে বঙ্গ বিজেপি বলেছিল, বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ দেওয়া হবে। তাহলেই পতন ঘটবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের। কারণ তৃণমূল সরকার রোহিঙ্গাদের ভোটেই টিকে আছে। কিন্তু, শুনানিতে মুসলিমদের পাশাপাশি প্রচুর হিন্দুও ডাক পাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বারবার বলেছেন, এসআইআর সময়সাপেক্ষ কাজ। বছর খানেকের বদলে কমিশন বাংলায় সেই কাজটাই করতে চাইছে মাত্র তিন মাসে। কমিশনের তাড়া না থাকলেও বিজেপির আছে। কারণ শিয়রে বাংলায় ক্ষমতা দখলের লড়াই। পুরোনো ভোটার তালিকা ধরে ভোট করলে বিজেপিকে বাংলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই কমিশনকে দিয়ে নিজেদের পছন্দের ভোটার তালিকা তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। এসআইআর শুনানি পর্বে হিন্দু মুসলমান, মতুয়া সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সব বাঙালি টের পাচ্ছেন, বিজেপির দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার নেই।

অকারণে শুনানির লাইনে দাঁড়াতে যাঁরা বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট। নাকে অক্সিজেনের পাইপ নিয়েই শুনানিতে আসতে হয়েছে বোলপুরের ভোটারকে। মার্চেন্ট নেভিতে কাজের সুবাদে দেশে দেশে ঘুরেছেন। ২০০২ সালের তালিকায় তাঁর নাম নেই। তাই তিনি সন্দেহজনক। নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে কলকাতা থেকে দাঁতনে আসতে হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সন্তান প্রশান্তকুমার মোহান্তিকে। এই অবসরপ্রাপ্ত বিচারক প্রচণ্ড বিরক্ত। এমনকী, ডাক পেয়েছেন প্রাক্তনস্ত্রীও। সর্বস্তরের মানুষকে হয়রানির মুখে ফেলেছে কমিশন।

এসআইআর শুরুর সময় আতঙ্কে ছিলেন মূলত সংখ্যালঘুরা। এখন তা ছড়িয়েছে হিন্দুদের মধ্যেও। শুনানি-যন্ত্রণা সর্বত্র। এই হয়রানির ক্ষোভ কতটা, ইভিএম খুললেই টের পাবে বিজেপি। গেরুয়া নেতারা তখন বুঝতে পারবেন, যে ডালে বসে তাঁরা এতদিন ডানা ঝাপটেছেন, এসআইআর করতে গিয়ে সেই ডালটাই কেটে বসেছেন।

খেলা হবে। জয় বাংলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআরের শুনানি-পর্বে রাজ্যে বিকেন্দ্রীকৃত শুনানিকেন্দ্র চালুর অনুমোদন দিল নির্বাচন কমিশন। এক নির্দেশিকায় ১২টি জেলায় মোট ১৬০টি কেন্দ্রে শুনানি করা যাবে

গণবণ্টন ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে রেশন দোকান পরিদর্শনে জেলাস্তরে বিশেষ দল

প্রতিবেদন : নতুন বছরের শুরুতে রাজ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থার উপর নজরদারি আরও কঠোর করতে খাদ্য দফতর উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য জেলাস্তরে বিশেষ দল গঠন করে রেশন দোকানে অভিযান চালানো হবে। খাদ্য দফতরের এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলা রেশনিং অফিসার, জয়েন্ট ডিরেক্টর অব রেশনিং এবং জেলা কন্ট্রোলার অব ফুড অ্যান্ড সাপ্লায়ার্সদের বিশেষ পরিদর্শক দল গঠন করতে হবে। দু'থেকে তিন জন কর্মী নিয়ে গঠিত এই দলগুলির নেতৃত্ব দেবেন সংশ্লিষ্ট মহকুমার সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার বা রেশনিং অফিসার। নিয়মিত পরিদর্শনের পাশাপাশি এই বিশেষ দলগুলি আলাদা করে ভেরিফিকেশন ইন্সপেকশন চালাবে।

খাদ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ অভিযানের মূল লক্ষ্য হল রেশন ব্যবস্থার সরবরাহ শৃঙ্খল, মজুত ও বণ্টন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ করে তোলা। দফতরের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, গত কয়েক মাসে নিয়মিত পরিদর্শনের হার সন্তোষজনক ছিল না।

সেই প্রেক্ষিতেই নতুন চালু হওয়া মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সব ডিলারের কাছে থাকা খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুত যাচাই করতে জোর দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশ অনুযায়ী, জয়েন্ট ডিরেক্টর, জেলা রেশনিং অফিসার এবং জেলা কন্ট্রোলারদের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব রেশনিংদেরও ব্যক্তিগতভাবে অন্তত ২০ শতাংশ ডিলার পরিদর্শন করতে হবে। এই পরিদর্শনগুলি বিশেষ দলের ইন্সপেকশনের সাত দিনের মধ্যেই করা হলে ভাল হয় বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পরিদর্শনের গুণগত মান ও স্বচ্ছতা ক্রস-ভেরিফাই করা যায়। বিশেষ ইন্সপেকশনগুলি অবশ্যই আকস্মিক হতে হবে। প্রতি মাসে অন্তত দু'টি করে এমন সারপ্রাইজ ইন্সপেকশন আলাদা আলাদা দলকে দিয়ে করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নিয়মিত পরিদর্শনের ক্ষেত্রেও কিছু ইন্সপেকশন পূর্ব ঘোষণা ছাড়া করার কথা বলা হয়েছে। দফতরের নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি এলাকার সব রেশন ডিলারকে বছরে অন্তত একবার করে পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে। একই ডিলারের ক্ষেত্রে পরপর দু'টি পরিদর্শনের মধ্যে ব্যবধান ১১ মাসের বেশি হতে পারবে না।

পরিদর্শনের সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য 'খাদ্যসাথী' মোবাইল অ্যাপে একটি আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইন্সপেকশনের সময় প্রাপ্ত তথ্য, পরিসংখ্যান এবং ছবি ওই অ্যাপেই আপলোড করতে হবে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বা বিশেষ পরিদর্শক দলের প্রধানের লগ-ইন আইডি ব্যবহার করেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য দফতর।

■ বারাসত কাছারি ময়দানে ১৯ জানুয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা। সেই সভাকে সফল করতে শনিবার দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা খড়দহের কলত্র প্রেক্ষাগৃহে। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ পার্থ ভৌমিক-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

ইন্দ্রদীপকে উন্নয়নের পাঁচালি

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রকাশিত হয়েছে। দলের শীর্ষস্তরের সাংসদ-বিধায়ক থেকে শুরু করে তৃণমূলস্তরের কর্মী-সমর্থকরা মানুষের বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন দেড়যুগের উন্নয়নের খতিয়ান। শনিবার সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে এই 'উন্নয়নের পাঁচালি' তুলে দেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক। সঙ্গে স্বনামধন্য সুরকারের হাতে তুলে দেন রাজ্যের রিপোর্টকার্ড ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিঠি। সেই ছবি এক্স মাধ্যমে শেয়ার করে সাংসদ লিখেছেন, আমরা গত ১৫ বছরে বাংলার রূপান্তরমূলক যাত্রার কথা তুলে ধরেছি এবং রাজ্যের অগ্রগতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি।

চাইলেই ক্ষমা করবে না মানুষ, পরামর্শ শিশিরকে

প্রতিবেদন : শিশির অধিকারীর 'নাটক' নিয়ে তাঁকে পালটা জবাব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, শিশির অধিকারী একজন বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক। তাঁর বোঝা উচিত, এই ধরনের নাটক করে ক্ষমা চাইলে মানুষ ক্ষমা করবে না। আপনি কোনও বাধ্যবাধকতা বা পারিবারিক কারণে দলবদল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন দলনেত্রী ও পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে ও আপনার পরিবারকে কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, নির্ভর করেছিলেন, আপনাকে সাংসদ করেছিলেন, কেন্দ্রে আপনাকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করেছিলেন, কীভাবে কাদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি আপনাকে সম্মান দিয়েছিলেন সেটা এভাবে ভুলে যাওয়াটা আপনার মতো অভিজ্ঞ ও অভিভাবকোচিত বয়সের রাজনীতিকের পক্ষে ঠিক হচ্ছে না। এই সস্তা রাজনীতি করাটা তাঁর ঠিক হচ্ছে না। কুণাল আরও বলেন, তৃণমূল থেকে আপনারা পদ পেয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন, জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, প্রশাসন থেকে সংগঠন, আপনি ও আপনারা নানা পদ পেয়েছেন। মন্ত্রিসভা থেকে পুরসভা, সাংসদের পদ— সব আপনাদের দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যেভাবে আপনাদের উপর জেলায় নির্ভর করেছিলেন সবাই জানে। কিন্তু তারপরও আপনি যেভাবে বলছেন তৃণমূলে যাওয়াটা আপনার ভুল হয়েছিল সেটা বোধহয় আপনার মতো অভিজ্ঞ বয়সের রাজনীতিকের পক্ষে মানানসই নয়। তাহলে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলতে পারেন আপনাদের সাংসদ, মন্ত্রী করাটাও ভুল হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার ও আপনার ঘনিষ্ঠদের জন্য যা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়াটাই ঠিক হত। তা না করে এইসব নাটুকে সংলাপ বর্জন করলেই ভাল করতেন।

■ আগামী ১২ জানুয়ারি যুব দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ হাওড়ায় দেওয়াল লিখন এবং প্রস্তুতি সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র, বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী-সহ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব।

তৃণমূলের পাশে থাকার শপথ সরকারি কর্মীদের

■ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সম্মেলনে তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। রয়েছেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক, শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, পারমিতা সেন, ঋজু দত্তরা।

প্রতিবেদন : কেন্দ্র সরকারের তরফে শত বঞ্চনা, অপপ্রচার, কুৎসা ও অপমানের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার শপথ নিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। শনিবার কলকাতার মহাজাতি সদনে ফেডারেশনের সম্মেলনে বাংলা ও বাঙালিদের অপমানের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার অঙ্গীকার নেন সরকারি কর্মচারীরা। পাশাপাশি, ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকারের কাছ থেকে রাজ্য সরকারি কর্মীরা কী কী পেয়েছেন, তাও এদিনের সম্মেলনে তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে রয়েছে, সীমাহীন কেন্দ্রীয় বঞ্চনায় আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা, মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পুরুষদের জন্যও চাইল্ড কেয়ার লিভ ইত্যাদি একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক, তৃণমূল নেতা ঋজু দত্ত প্রমুখ। ভার্চুয়াল মাধ্যমে সম্মেলনে নিজের বার্তা রাখেন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

হামলায় ধৃত ৯

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : পুলিশের উপর হামলা ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর। বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার বোয়ারমারি এলাকার ঘটনা। ঘটনায় এক পুলিশ আধিকারিক-সহ তিন পুলিশকর্মী জখম হন। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয় ৯ জন। আরও কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার নিন্দা করেছেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। তিনি বলেন, পুলিশের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে শুনেছি। পুলিশ প্রশাসনের উপর আক্রমণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে, যারা এমন কাজ করেছে তাদের পুলিশ শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে জীবন বাজি রেখে শুনানিতে হাজির

প্রতিবেদন : এসআইআরের শুনানিতে ডেকে চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার করা হচ্ছে মানুষকে। বাদ যাচ্ছেন না অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে শুরু করে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরাও। প্রত্যেকটা শুনানি কেন্দ্রের একই ছবি। কেউ আসছেন হুইল চেয়ারে বসে, আবার কেউ নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে এলেন অ্যাম্বুলেন্স করে। তেমনই নিজের বেঁচে থাকার প্রমাণ দিতে শুনানি কেন্দ্রে আসতে হল মানসিক ভাবে অসুস্থ ও হাঁটাচলায় অক্ষম ৭৫ বছরের মন্টু বসু দে-কে। বাড়ি বারুইপুরের ২ নম্বর ওয়ার্ড সূর্য সেন কলোনিতে। শনিবার বারুইপুরের রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ে ৭৫ বছরের বোনকে টোটোয় বসিয়ে আনতে হল দাদাকে। মন্টুদেবী কথাবার্তাও তেমন গুছিয়ে বলতে পারেন না। বয়সের ভারে কাবু। লাঠি নিয়ে চলতে হয়। তাঁর ভাই তপন বসু বলেন, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম নেই দিদির। তাই শুনানির নোটিশ পেয়ে আসতে হল কষ্ট করে। বোনের শরীর খারাপ তার মধ্যেও আসতে হল। বারুইপুর পুরসভার কাউন্সিলর তাপস ভদ্র নিজেই তাঁকে আনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। আবার, বারুইপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড-এর বাসিন্দা ৭২ বছরের উমা চক্রবর্তীও শুনানিতে আসেন বয়সের ভারকে উপেক্ষা করেই। কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে তাঁর শুনানি হল না। ফিরতে হল বাড়ি।

নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে অন্যের কাঁধে ভর করে শুনানি কেন্দ্রে পৌঁছেছেন ১০৪ বছর বয়সি বৃদ্ধা অশোকনগর নিবাসী শিবানী বসু। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ৮৫-উর্ধ্ব ভোটারদের বাড়িতে শুনানি হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কমিশনের লোকজন বাড়িতে না যাওয়ায় বাধ্য হয়ে শুনানি কেন্দ্রে আসতে হয়েছে ওই বৃদ্ধাকে। এদিকে, ৩০ বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করার পরেও এসআইআরের শুনানিতে ডাক পেয়েছেন দুই ভাই। শুনানিতে ডেকে তাঁদের হয়রানির পাশাপাশি অপমান করা হচ্ছে বলে দাবি করলেন তাঁরা।

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ব্লকের পাল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অমলকৃষ্ণ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই সুমন্তকুমার বিশ্বাসকে ডাকা হয়েছে শুনানিতে। তাঁরা দুজনই আর্মিতে কর্মরত ছিলেন। অমলকৃষ্ণ বিশ্বাস জানান, ১৭ কিলোমিটার দূর থেকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। ছোট ভাই সুমন্তকুমার বিশ্বাসের অভিযোগ, আমরা দেশ সুরক্ষা কাজ করেছি তবুও আমাদেরকে এখানে ডাকায় আমরা অপমানিত হচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সম্মান দিচ্ছে না।

রাজ্য
4 January, 2026 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবীন্দ্র সরোবরে অল ইন্ডিয়া রোজ শো-এ বিদেশি অতিথি

পরিদর্শনে ফিরহাদ ■ আজ রেকর্ড ভিড়ের সম্ভাবনা

ইজতেমাকে ঘিরে পুইনানে সম্প্রীতির আবহ

■ বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় দিনে মানুষের মাঝে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। (ডানদিকে) ইজতেমার সমাবেশের কন্ট্রোল রুমে মন্ত্রী-সহ সংখ্যালঘু দফতরের সচিব পি বি সালিম, হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

সংবাদদাতা, পুইনান : দল বেঁধে সুশৃঙ্খলভাবে যাতায়াত করছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। হুগলি জেলার দাদপুরের বিভিন্ন রাস্তার এমনই ছবি। পুলিশ প্রশাসন তাঁদের পথ মসৃণ করে দেওয়ার জন্য দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। পুইনানে বিশ্ব ইজতেমাকে ঘিরে জড়ো হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ। ভিনধর্মী মানুষেরাও দোকান ও পশরা সাজিয়ে বসেছেন। অসুস্থ ছোট্ট সোমাংশুর বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করার প্রয়োজন। তার পরিবারের তরফে ফ্লেক্স টাঙিয়ে, কিউআর কোড লাগিয়ে সাহায্যের আহ্বান করছেন। দানবাক্সে অগণিত মুসলিম সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। দিকে দিকে নজরে পড়বে এমনই সব সম্প্রীতির ঝলক।

সমাবেশ শুরুর আগে থেকেই জনসমাবেশে পরিণত হয়েছে। যাঁরা কয়েকদিন আগে উপস্থিত হয়ে এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট জায়গায় বসে শুনছেন দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত ইসলামিক বিশেষজ্ঞদের বাণী। সমাবেশ চলাকালীনও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলিম যোগ দিচ্ছেন ইজতেমা মজমায়। আরও মানুষের সমাগম হবে বলে মনে করছেন ইজতেমার কর্মকর্তারা। জানা যাচ্ছে, শুক্রবার জুম্মার নামাজে শরিক হওয়ার জন্য বহু মানুষ হাজির হয়েছিলেন। তুলনামূলকভাবে শনিবার উপস্থিতির হার ছিল একটু কম। আজ, রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় আরও কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগমের সম্ভাবনা। যাঁদের অধিকাংশ সোমবার শেষ প্রার্থনা সেরে বাড়ি ফিরবেন।

এদিন বিশ্ব ইজতেমা স্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা-বিষয়ক দফতরের সচিব পি বি সালিম, হুগলি জেলার জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা জরুরি পরিষেবামূলক ব্যবস্থাপনার কোনওরকম ঘাটতি আছে কিনা তা পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী বলেন, বিশ্ব ইজতেমায় কোনও রাজনীতি নেই। ধর্মীয় সমাবেশ। এখানে মানব নীতি ও সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি যারা করে, তারাই বিষয়টিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখেন বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

ফিরহাদ হাকিম জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইজতেমায় যোগ দিচ্ছেন। এই ধর্মীয় সমাবেশে ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা, ধৈর্য ও শান্তির কথা বলা হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আগত সকলেই রাজ্যের অতিথি হিসেবে সুষ্ঠুভাবে ফিরে যাবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন।

তিনি আরও বলেন, ইজতেমা স্থলে নিরাপত্তা ও যাবতীয় ব্যবস্থা সন্তোষজনক, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নেই। ইজতেমার মধ্য দিয়েই সমাজে সম্প্রীতি বজায় থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'— এই নীতিতেই বাংলা এগিয়ে চলছে।

ইভি চার্জিং ও পার্কিং স্টেশন গড়ছে রাজ্য

প্রতিবেদন : কলকাতার সায়েন্স সিটির উল্টো দিকে বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য চার্জিং স্টেশন ও আলাদা ইলেক্ট্রিক ভেহিক্যাল বা ইভি পার্কিং গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতে এই পদক্ষেপ। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ইভি চার্জিং অপারেটর ও অ্যাগ্রিগেটরদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শিল্পোন্নয়ন নিগমের খবর, মেলা প্রাঙ্গণের পার্কিং এলাকার প্রথম তলায় প্রায় ৮,১৯০ বর্গমিটার জায়গা এর জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। ওই এলাকায় কেবলমাত্র ইভি পার্কিং ও চার্জিংয়ের অনুমতি থাকবে। নির্বাচিত সংস্থাকে স্পষ্ট সাইনেজ বসিয়ে এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। এই প্রকল্প মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে চলবে। প্রাথমিকভাবে মাসিক ভাড়া ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, তার বেশি দর দিয়েই সংস্থাগুলিকে বিড করতে হবে। চুক্তির মেয়াদ প্রথমে তিন বছর, পরে শর্তসাপেক্ষে বছরে বছরে নবীকরণের সুযোগ থাকবে। চার্জিং স্টেশন স্থাপনের সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে নির্বাচিত সংস্থাই। চার্জার বসানো থেকে শুরু করে ট্রান্সফরমার, কেবলিং, বিদ্যুৎ লোড বাড়ানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদেরই। বিদ্যুৎ খরচও সংস্থাকেই দিতে হবে নির্ধারিত ইভি চার্জিং ট্যারিফ অনুযায়ী।

অভিভাবক কল্যাণ

প্রতিবেদন : সাংসদ ও বিধায়কের সমস্যা মেটাতে বড় দাদার মতো এগিয়ে এলেন আর এক সাংসদ। হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের মধ্যে সমস্যা মেটাতে মাঠে নামলেন শ্রীরামপুরের বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের স্বার্থে সাংসদ রচনা ও বিধায়ক অসিতের হাত মিলিয়ে দিলেন সাংসদ কল্যাণ। শনিবার এসআইআর নিয়ে চুঁচুড়ায় এক আলোচনা সভায় যোগ দেন রচনা ও অসিত। সেখানেই যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে দুজনকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার বার্তা দেন কল্যাণ। তিনি বলেন, আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২০২৬-এর নির্বাচন। একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কোনও মতবিরোধ থাকলে হবে না। মে মাস পর্যন্ত আমরা দলের জন্য একত্রিত হয়ে কাজ করব।

বিজেপিকে পাল্টা তৃণমূলের

সংবাদদাতা, বনগাঁ : বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ককে জেল-খাটা আসামি বলে কটাক্ষ তৃণমূলের। শুক্রবার বনগাঁয় বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার তৃণমূল এবং পুলিশের উদ্দেশ্যে অসাংবিধানিক ভাষা ব্যবহার করেন। পাল্টা তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, স্বপন মজুমদার একটা অসামাজিক লোক। মাদক পাচারে জেল-খাটা আসামি। পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।

মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য তৃণমূল বিধায়কের

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : গোয়ায় পুলিশ হেফাজতে মৃত এ-রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার রাতেই মৃতের বাড়ি যান এবং মৃত দেবানন্দ সানার মা ও দিদির সঙ্গে কথা বলেন এবং আর্থিক সাহায্যও করেন।

■ মৃত শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সাহায্য বিধায়কের। শনিবার।

পাশাপাশি দলগতভাবে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পুরো বিষয়টি যাতে তদন্তে উঠে আসে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা বলার প্রতিশ্রুতি দেন বিধায়ক। পাশে দাঁড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়ককে ধন্যবাদ জানান মৃতের পরিবারের সদস্যরা। গোয়ায় কাজ করতে গিয়ে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয় হাসনাবাদ রামকৃষ্ণপল্লির বাসিন্দা দেবানন্দ সানার। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সহায়তায় শুক্রবার তাঁর কফিনবন্দি দেহ বাড়িতে আসে। এই ঘটনায় শুধু পরিবার নয়, এলাকার মানুষ শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন।

দেবানন্দের পরিবারের এখন একটাই আবেদন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ এবং ছেলের মৃত্যুর ন্যায়বিচার।

জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের ইঙ্গিত

প্রতিবেদন : বেশ কিছুদিন চালিয়ে খেলার পর সাময়িক বিরতি নিল শীত। দিনের পাশাপাশি বাড়ছে রাতের তাপমাত্রাও। যেখানে মাত্র পাঁচ দিন আগেও দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৮ ডিগ্রি কম ছিল। শুক্রবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৩.২ ডিগ্রিতে। শনিবার দুপুরে সেই তাপমাত্রা পৌঁছেছিল ২৪ ডিগ্রির ঘরে ! আগামী কয়েকদিন এই পরিস্থিতি চলবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে তবে উত্তরবঙ্গে শীতের দাপট অব্যাহত। তুষারপাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে শীতল বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হলেও ফের পারদ পতনের ইঙ্গিত সোমবার থেকে। বুধবার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে নামতে পারে তাপমাত্রা। ১২ বা ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে নতুন করে শৈত্যবলয় গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এর জেরে উত্তরের ৩ জেলা ও পশ্চিমাঞ্চলের ৩ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ শুরু হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতেও কনকনে ঠাণ্ডা বাড়বে।

শনিবার তাপমাত্রা

দার্জিলিং:	৪ ডিগ্রি
কালিম্পং:	৯ ডিগ্রি
মালদা:	১২ ডিগ্রি
শান্তিনিকেতন:	১১ ডিগ্রি
পুরুলিয়া:	১২ ডিগ্রি
বাঁকুড়া:	১২ ডিগ্রি
দমদম:	১৪ ডিগ্রি
আলিপুর:	১৫ ডিগ্রি

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারত-নেপাল সীমান্ত পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবির জওয়ানরা নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় দুই যুবককে আটক করে। চারটি হরিণের শিং, একটি গোরালের শিং, তিনটি সাপের কঙ্কাল, একটি বুনো শূকরের দাঁত, চারটি হর্নবিল পাখির ঠোঁট উদ্ধার হয়

আমার বাংলা
4 January, 2026 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

অভিষেকে আস্থা চা-বলয়ের সভা শেষে আপ্লুত শ্রমিকেরা

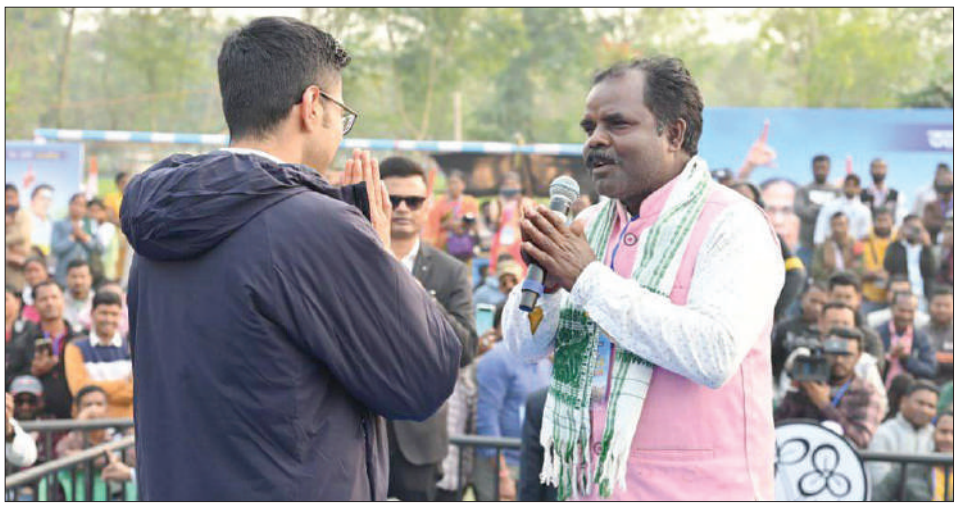

মঞ্চে ডেকে চা-শ্রমিকের কথা শুনছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে।

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

মমতা বন্দোপাধ্যায় বহুবার আলিপুরদুয়ার এসেছেন। সম্প্রতি বন্যার সময় তো এক সপ্তাহে দুবারও আসার রেকর্ড রয়েছে তাঁর। এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার প্রায় দেড় বছর পর আলিপুরদুয়ারে এসে সকলের মন জয় করে ফিরলেন। তাঁর সভায় এদিন বিশেষভাবে ডাক পেয়েছিলেন জেলার চা-শ্রমিকেরা। তাঁদের সমস্যা, অভাব, অভিযোগ শুনতেই, আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা-বাগানের দমনপুর ডিভিশনের ফুটবল খেলার মাঠে, তাঁর নতুন কর্মসূচি 'আবার জিতবে বাংলা'র সভায় হাজির হন। নিজের ব্যক্তব্যে চা-বাগান নিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা ও রাজ্যের উন্নয়নের সমস্ত দিক তুলে ধরেন। অভিষেকের বক্তব্য শুনে তাঁর উপর আস্থা রাখলেন চা-শ্রমিকরা। তাঁরা সভা থেকে ফেরার পথে জানিয়ে গেলেন, যে সমস্ত দাবি তাঁরা রেখেছিলেন স্থানীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে, বা নিজেদের লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে, তা সব পূরণ হবে। কারণ এই প্রথম প্রথা ভেঙে মঞ্চ থেকে সরাসরি চা-শ্রমিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করলেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি রহিমাবাদ চা-বাগানের শ্রমিক রাজেশ ওঁরাওকে মঞ্চে ডেকে মুখোমুখি সমস্যার কথা শুনে, সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। এই ঘটনায় যথেষ্ট আপ্লুত চা-শ্রমিক রাজেশ-সহ সকলেই। মিটিংফেরত শ্রমিকদের বক্তব্য, দিদি অনেক কিছুই দিয়েছেন, আশা করছি অভিষেক যা বলে গেছেন, তা শিগগিরই হবে। আমাদের আশা উনি পূর্ণ করবেন।

কোচবিহারে তিন কোটিতে ছয় কিমি রাস্তার কাজের উদ্বোধনে জেলাশাসক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার জেলায় আরও একটি রাস্তার কাজের উদ্বোধন হল। আজ শনিবার কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের নাককাটি বাজারে প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তার কাজের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র। সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তার কাজ হবে। জেলাশাসক ছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত, কালীশঙ্কর রায়, জ্যোতির্ময় দাস প্রমুখ। জানা গিয়েছে, পথশ্রী প্রকল্পে ওই কাজ হচ্ছে। জেলাশাসক বলেন, তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাস্তার কাজ শুরু হবে। শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জদুকুরা দিঘি থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত পথশ্রী কংক্রিটের রাস্তার কাজের সূচনা হয় শনিবার। ফিতা কাটা ও নারকেল ফাটানোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করা হয়। প্রায় ৩৩৪০ মিটার দীর্ঘ এই রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক এক কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। এলাকাবাসীর দৈনন্দিন যাতায়াতকে আরও সহজ, নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ করতেই এই রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ। সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন তপনকুমার গুহ, অনিমেষ রায়, গোলাম রব্বানি আহমেদ, সাজ্জাদুর রহমান, মেরিনা খাতুন বিবি প্রমুখ। এই রাস্তা নির্মিত হলে স্কুলপড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত অনেক সহজ হবে। বর্ষাকালে জল জমে বা কাদার সমস্যায় যে ভোগান্তি হত, তা থেকেও মুক্তি মিলবে। গ্রামবাসীরা তাই সাধুবাদ জানিয়েছেন।

রাস্তার কাজের সূচনায় জেলাশাসক রাজু মিশ্র।

দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হল যোগদানও

সংবাদদাতা, ময়নাগুড়ি : তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিরোধী দল বিজেপি থেকে বেশ কয়েকজন তৃণমূলে যোগদানও করলেন। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি দুই নং ব্লকের পদমতিতে। শনিবার দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনের পাশাপাশি যোগদান করেন বেশ কয়েকজন যুবক। জানা গিয়েছে, ২০২৬-এর নির্বাচনের সামনে রেখে কাজের সুবিধার জন্য এই নতুন দলীয় কার্যালয়টির উদ্বোধন করা হল। ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব সভাপতি রামমোহন রায়। তাঁর হাত দিয়েই এই যোগদান এবং উদ্বোধন হয়।

যোগদানকারীদের দলীয় পতাকা দিচ্ছেন রামমোহন রায়।

করণদিঘিতেও ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হল

কাজের সূচনায় বিধায়ক গৌতম পাল।

সংবাদদাতা, করণদিঘি : ঢালাই রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘিন্দর গ্রামের বাসিন্দারা দীর্ঘ ৪০ বছর পরে পাকা রাস্তা পাচ্ছেন। করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল জানিয়েছেন, বাম আমল থেকেই এই রাস্তার বেহাল দশা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের ৩২ লক্ষ টাকায় ১২০০ মিটার ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করা হল। শনিবার এই রাস্তার নির্মাণকাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল ও ১৩ নং জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুল রহিম ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ইসলামপুরে ছাত্রীকে যৌননিগ্রহে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা-শিক্ষক

সংবাদদাতা, ইসলামপুর : ইসলামপুরে ছাত্রীকে যৌননিগ্রহে অভিযুক্ত শিক্ষক তথা বিজেপি নেতা। এই ঘটনা নিয়ে উত্তাল এলাকা। শিক্ষকতা পবিত্র পেশা, সেখানে এক নাবালিকা ছাত্রীর সম্মানহানির ঘটনায় ক্ষুব্ধ ইসলামপুর। অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বাড়িতে একা পেয়ে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠল গৃহশিক্ষক শুভদীপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। শুক্রবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ইসলামপুর। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই নাবালিকার বাড়িতে পড়াতে যান শুভদীপ। সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে তিনি নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতন চালান বলে দাবি পরিবারের। আতঙ্কিত ওই ছাত্রী বাবা-মাকে সমস্ত কথা জানালে তাঁরা ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ইতিধ্যেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে। নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা এবং জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত শুভদীপ।

ছাত্রীনিগ্রহে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর প্রতিবাদ।

ঘটনাটি জানাজানি হতেই শুক্রবার রাতে স্থানীয়রা শ্রীকৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে শিক্ষকের বাড়িতে চড়াও হয়ে অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি তোলেন। তৃণমূল যুব জেলা সভাপতি কৌশিক গুণ এই ঘটনা নিয়ে বলেন, বিজেপির সংস্কৃতিই হল নারীনিগ্রহ।

দিল্লিতে কুচকাওয়াজে অংশ নেবে মালদহের দুই কন্যা

মানস দাস • মালদহ

সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির কর্তব্যপথে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ হয়। প্রতিটি রাজ্য তুলে ধরে তাদের সংস্কৃতি, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম। সেই গর্বের মঞ্চে এ বছর পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করবেন মালদহের দুই তরুণী ঐশ্বর্য সরকার ও পুনম সর্দার। মালদহ কলেজের দুই স্নাতক ছাত্রী জেলার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করতে চলেছেন।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রথম মালদহ থেকে দুই তরুণী সাধারণতন্ত্র দিবসের জাতীয় কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেন। ইতিমধ্যেই কলকাতা হয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ওঁরা। সেখানে কঠোর অনুশীলন ও মহড়া চলবে। মালদহ কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, এই কৃতিত্ব আমাদের কলেজের শৃঙ্খলাবোধ, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের শিক্ষাকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরবে। ছাত্রীরা শুধু নিজেদের নয় গোটা মালদহ জেলার মুখ উজ্জ্বল করছে। ওঁদের দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে। গণিতের পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রী ঐশ্বর্য সরকার কলেজের ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস)-এর সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবক। বলেন, কলেজের এনএসএস-এর প্রথম নারী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জাতীয় কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়া আমার কাছে অসামান্য সম্মান।

সংস্কৃত বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রী পুনম সর্দার একজন দক্ষ এনসিসি ক্যাডেট। তাঁর কথায়, এমন সুযোগ পাব কখনও ভাবিনি। রাজ্যের হয়ে কর্তব্যপথে হাঁটতে পারা জীবনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হবে।

দুই ছাত্রী পুনম সর্দার ও ঐশ্বর্য সরকার।

৮
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

আমার বাংলা

4 January, 2026 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লোডশেডিংয়ে জেতা গদ্দারের জাতের নামে বজ্জাতির জবাব দেবে মানুষ, নন্দীগ্রামে চাঁচাছোলা পার্থ, সায়নী

নন্দীগ্রামের ভিড়ে ঠাসা জনসভায় বক্তব্য পেশ করছেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। মঞ্চে রয়েছেন সাংসদ সায়নী ঘোষ, দলের জেলা সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ডানদিকে, বক্তব্যরত সায়নী। শনিবার।

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : বিধানসভা নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। শীতের দিনেও হলদি নদী তীরবর্তী নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। শনিবার নন্দীগ্রামে বশ্যতা বিরোধী দিবস উপলক্ষে তৃণমূল আয়োজিত কর্মসূচিতে নন্দীগ্রাম থেকে বিজেপিকে উৎখাত করার ডাক দিলেন তৃণমূলের দুই সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও সায়নী ঘোষ। এদিন দুই সাংসদের বক্তব্যতেই বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীর বিরুদ্ধে ছিল চড়া সুর। গত নির্বাচনে গদ্দারের বিতর্কিতভাবে নির্বাচন জেতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আক্রমণ শানান দুই সাংসদ। শনিবার সকালে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের ওসমানচকে কালীচরণপুর অঞ্চল তৃণমূলের তরফে এই বশ্যতা বিরোধী দিবস পালনের আয়োজন করা হয়। সেখানেই বিজেপিকে একহাত নেন দুই সাংসদ। এদিন তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক গদ্দারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে তাঁর বক্তব্যে বলেন, উনি শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমের আলোয় টিকে আছেন। ধর্মীয় মেরুকরণ এবং বিভাজনের রাজনীতিই ওঁর একমাত্র সম্বল। যদি সৎ সাহস থাকে, তবে ছাব্বিশের নির্বাচনে আবারও নন্দীগ্রাম থেকেই লড়ে দেখান। নন্দীগ্রামের মানুষ জাতের নামে বজ্জাতির জবাব দিতে মুখিয়ে আছে। এদিন মঞ্চ থেকে গদ্দারের গত নির্বাচনে জয়ী হওয়া নিয়েও চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন সাংসদ সায়নী ঘোষ। তিনি বলেন, উনি লোডশেডিংয়ে জেতা বিধায়ক। এবার আর কোনও কারচুপি বা কৌশল কাজে আসবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন গাছ, আর উনি সেই গাছের নিচে অতি ক্ষুদ্র এক ফল। আগামী বিধানসভা ভোটের পর ওঁর সমস্ত আস্ফালন স্তিমিত হয়ে যাবে। এদিনের কর্মসূচিতে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূলের দুই সাংসদ ছাড়াও সভায় ছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, চেয়ারম্যান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা সেখ সুফিয়ান, আবু তাহের-সহ অন্যরা।

এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে একহাত নিলেন মলয় ঘটক

ভোটরক্ষা শিবিরে মন্ত্রী মলয় ঘটক।

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলে তৃণমূলের ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শনে এসে এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে একহাত নিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। মন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে এসআইআর করে মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি তাদের সেই কৌশল এখানে সার্থক হবে না। কারণ এ রাজ্যের মানুষ সচেতন। ইতিমধ্যে রাজ্যে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। রাজ্যে ওরা প্রচার করেছিল, ১ কোটি রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি রয়েছে। কিন্তু এই ৫৮ লক্ষের মধ্যে একজনও রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি নেই। এতেই স্পষ্ট, মিথ্যাচার করে ওরা মানুষকে বোকা বানাতে এবং আতঙ্ক ছড়াতে চেয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে। এই চেষ্টা তৃণমূল ব্যর্থ করবে।

রঘুনাথপুরে রাজ্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখলেন ডিএম

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রঘুনাথপুর মহকুমার একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক সুধীর কোন্থাম। কোথাও কেনও সমস্যা বা ত্রুটি রয়েছে কিনা, তা দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি। প্রথমে নিতুড়িয়া ব্লকে পিএইচই উত্তর অঞ্চলের জল প্রকল্পের কাজ দেখে শিউলিবাড়ি অঞ্চলে জাহের থান ও মাঝির থান নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন রঘুনাথপুরের মহকুমা শাসক বিবেক পঙ্কজ, নিতুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষেরা এবং পিএইচই দফতরের সহকারী বাস্তুকার-সহ অন্য আধিকারিকেরা। এর পর জেলাশাসক যান রসাঁতুড়ি ব্লকে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয় ও সংলগ্ন হোস্টেল পরিদর্শনে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, আবাসিক ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থীদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয় খতিয়ে দেখেন। পরে রঘুনাথপুর ১ ব্লকের মণিপুর লেপ্রসি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন। সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ওল্ড এজ হোম এবং সিএনসিপি হোমের পরিকাঠামো ও পরিষেবা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন তিনি। জেলাশাসক জানান, রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি যাতে সময়মতো ঠিকঠাক বাস্তবায়িত হয়, সে-বিষয়ে প্রশাসনের নজর রয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এমন পরিদর্শন চলবে বলে জানান তিনি।

উন্নয়নের কাজ দেখতে জেলাশাসক সুধীর কোন্থাম।

ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালের নয়া মাইলফলক, সফল হিপ রিপ্লেসমেন্ট

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

লক্ষাধিক টাকার ব্যয়বহুল অস্ত্রোপচারে নতুন মাইল ফলক গড়ল ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। এই প্রথম এখানে সফলভাবে সম্পন্ন হল টোটাল হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট অস্ত্রোপচার। শুক্রবার প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে দশজনের একটি বিশেষজ্ঞ মেডিক্যাল টিম এই জটিল অস্ত্রোপচার করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার নিমপুরার বাসিন্দা ২৪ বছরের এক গৃহবধূ দীর্ঘ চার বছর তীব্র শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর বাঁ দিকের হিপ জয়েন্ট গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত। দ্রুত অস্ত্রোপচার না হলে ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে বেসরকারি হাসপাতালে এই অস্ত্রোপচারের খরচ লক্ষাধিক টাকা হওয়ায় রোগীর পরিবারের পক্ষে করানো সম্ভব হয়নি। এরপর রাজ্য স্বাস্থ্যভবনের সহায়তায় ইমপ্ল্যান্টের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বরাদ্দ করা হয়। হাসপাতালের শল্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ রঞ্জিত সাউয়ের নেতৃত্বে শল্য চিকিৎসক, অ্যানাস্থেসিস্ট এবং নার্সিং স্টাফ মিলিয়ে দশজনের টিম সফল অস্ত্রোপচারটি করে। ডাঃ সাউ জানান, ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে এই ধরনের অস্ত্রোপচার এই প্রথম হল। সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যেও সফলভাবে জটিল অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি অনুরূপ পাখিরা বলেন, এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও জটিল ও উন্নত মানের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিল। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এবং তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

4 January, 2026 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

বীরভূমের সভাধিপতি কাজল শেখ নিজের উদ্যোগে শনিবার কয়েকশো মানুষকে কম্বল বিলি করলেন।

বাম আমলের বর্বরতার বিরুদ্ধে ধিক্কার দিবস

মিছিল, সার-চক্রান্ত নিয়ে সভায় মন্ত্রী

সংবাদদাতা, কেশপুর : ২০০১ সালের ৩ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে গণতন্ত্র উদ্ধারের দাবিতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেশপুর হাইস্কুল মাঠে সভা করতে এসেছিলেন। মিছিলে আসা নিরীহ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর সিপিএমের হার্মাদরা বর্বর ও নারকীয় অত্যাচার চালায়। কয়েকশো গাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে আঘাত করা হয় সেদিন। তাই আজও তার প্রতিবাদে কেশপুরে এই দিনে ধিক্কার দিবস পালন করে আসছে তৃণমূল। শনিবার বাম আমলের সেই ঘটনার প্রতিবাদে ১১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে ধিক্কার মিছিল ও এসআইআরের মাধ্যমে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে পথসভার আয়োজন করা হয়। ছুতারগেড়িয়া থেকে বসনচক পর্যন্ত মিছিল করার পর সেই সভায় উপস্থিত হন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, কেশপুরের বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউলি সাহা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য মহঃ রফিক-সহ অন্যরা। দুই মন্ত্রী তাঁদের বক্তব্যে বিজেপির এসআইআর নিয়ে চক্রান্ত ও ধর্ম নিয়ে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বামেদের ৩৪ বছরের কুশাসনের কথার পাশাপাশি সেদিনের নারকীয় অত্যাচারের ঘটনার কথাও উঠে আসে তাঁদের বক্তব্যে।

ধিক্কার দিবসের মিছিলে হাঁটলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও শিউলি সাহা।

কেশপুর

বীরভূমে অভিষেকের আসন্ন সভা

মাঠের প্রস্তুতি দেখতে সভাধিপতি, বিধায়ক

সভাস্থল পরিদর্শনে কাজল শেখ, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। শনিবার।

সংবাদদাতা, বীরভূম : আগামী মঙ্গলবার বীরভূমে জনসভা করতে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ। সঙ্গে ছিলেন রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাহারা মণ্ডল-সহ নেতৃত্ব। রামপুরহাট শহর থেকে সামান্য দূরে জাতীয় সড়কের পাশে বিনোদপুর মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে জেলা পুলিশ সূত্রে। ইতিমধ্যে তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে জেলা পুলিশ ও কলকাতা থেকে আসা নেতার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্তারা পরিদর্শন করেছেন। দফায় দফায় জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্যরা মাঠ পরিদর্শন করছেন। কাজল শেখ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জনসভা থেকে কীভাবে বিরোধীদের মোকাবিলা করতে হবে সেই বার্তা শোনার জন্য সকলেই অপেক্ষায় আছি। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিকভাবে রাজনীতির ময়দান থেকে সমূলে উৎপাটন করার যে কৌশল, তা শেখার জন্য মুখিয়ে আছেন গোটা বীরভূমের তৃণমূল সৈনিকেরা। সেদিন অভিষেক তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে যেতে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে। এ-বিষয়ে কাজল বলেন, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বীরভূমের কর্মসূচি নিয়ে তাঁদের কাছে তেমন কোনও তথ্য নেই। তবে বিনোদপুরের মাঠে জনসভা করবেন এটুকুই রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে শুধুমাত্র বাংলার নয়, গোটা ভারতের যুবনেতা। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজিতে সাবলীলভাবে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর এই জনসভায় প্রচুর মানুষ আসবেন। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য মানুষ অপেক্ষা করে আছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৯৭টি জনমুখী প্রকল্পের উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছেছি। মানুষ তা সাদরে গ্রহণ করছেন। তাঁদের দেখেই বোঝা যায়, বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমের ১১টি আসনে তৃণমূলের নিরঙ্কুশ জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

পশ্চিম মেদিনীপুর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত ৪৫তম জেলা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূচনা অনুষ্ঠান হল শনিবার মেদিনীপুর শহরে। উদ্বোধনে সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, নির্মাল্য চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

কেশিয়াড়ি বিধানসভার বাঘাস্তি ৫ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ও ওবিসি সেলের উদ্যোগে সভার আয়োজন হয় কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক নীতির বিরুদ্ধে। সভা শুরুর আগে বিশাল বাইক মিছিল হয়। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজয় হাজরা, বিধায়ক পরেশ মুর্মু-সহ অন্যেরা।

সিউড়ি পুরসভার উদ্যোগে সিউড়ি উৎসবে শনিবার টলিউড অভিনেত্রী কৌশানি ঘোষকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

রাজ্যে এসআইআর-হয়রানি নিয়ে ‘উন্নয়নের সংলাপ’ যাত্রায় তৃণমূল

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এসআইআরের শুনানি নিয়ে সাধারণ ভোটারদের হয়রানি ও অনিশ্চয়তার অভিযোগ তুলে মানুষের পাশে দাঁড়াতে ‘উন্নয়নের সংলাপ’ কর্মসূচি শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি-সহ ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ ও সচেতনতার প্রচার চালানো হয়। কর্মসূচিতে ভোটারদের সমস্যা শোনা, এসআইআর সংক্রান্ত ভোগান্তি লিপিবদ্ধ করা এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনমুখী প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন নগর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলার রাখি তিওয়ারি-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মী। ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, ভোটারদের অধিকাররক্ষায় তৃণমূল আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে এবং কোনও ষড়যন্ত্রে যাতে ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম না বাদ যায়, সেই বিষয়ে লড়াই চলবে।

কর্মসূচির সূচনায় অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

অবৈধভাবে সরকারি জমি হস্তান্তরে ধৃত

সংবাদদাতা, এগরা : অবৈধভাবে জমি হস্তান্তরের অভিযোগে শুক্রবার রাতে কলকাতা থেকে স্বপন নায়ককে গ্রেফতার করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ রাতে এগরা থানায় নিয়ে আসে। শনিবার তাঁকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিন পুলিশ হেফাজতে পাঠান। প্রসঙ্গত গত ২০ ডিসেম্বর এগরা ১ ব্লকের বিএলআরও তরুণকুমার মাইতি লিখিত অভিযোগ করেন এগরা পুর এলাকার একটি সরকারি জমি নিয়ে। বলা হয়, ২০২৩ সালের ২২ অগাস্ট রেজিস্ট্রি ডিড ছাড়াই নিয়ম বহির্ভূতভাবে একটি সরকারি জমি লিজ দেন স্বপন। তার ভিত্তিতেই প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং নথিপত্র জালিয়াতির মতো একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। উল্লেখ্য, স্বপন নায়েক এগরার পুরপ্রধান।

দুঃস্থ আদিবাসী মানুষ শিশুদের পাশে পুলিশ

সংবাদদাতা, নদিয়া: কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে ডিএসপি শিল্পী পাল ভীমপুর থানার ওসি রূপেশ বিশ্বাসের উদ্যোগে ইংরেজি নতুন বছরে কুলগাছির সরদারপাড়া ও চাঁদপুর গ্রামের ২৫টি দরিদ্র আদিবাসী পরিবারের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামের কচিকাঁচাদের হাতে উপহার দেওয়া হল লজেন্স, চকোলেট, বিস্কুটের প্যাকেট। তাদের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটিয়ে আপ্লুত পুলিশকর্মীরাও।

দুই বর্ধমানকে নিয়ে অভিষেকের পঁচিশের সভার প্রস্তুতিতে বৈঠক

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আগামী ২৫ জানুয়ারি দুই বর্ধমানকে নিয়ে সভা করতে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার সমস্ত বিধায়ক, ব্লক সভাপতি এবং জেলা কমিটিকে নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা যায়, এদিনের জরুরি সভায় আগামী ৬ জানুয়ারি বীরভূমের রামপুরহাটে অভিষেকের সভায় পূর্ব বর্ধমান থেকে কমপক্ষে ৫০ হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান দুই জেলাকে নিয়ে অভিষেকের সভার আয়োজন করা হবে। দুই জেলার কর্মী-সমর্থকেরাই যাতে সেখানে পৌঁছাতে পারেন সেজন্য সুবিধাজনক জায়গা বাছাই করা হচ্ছে। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক দেবু টুডু জানান, এদিন জেলার সমস্ত বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদের নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়।

১০
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

আমার বাংলা

4 January, 2026 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তুষারপাতের আনন্দ ছেড়ে প্রশাসন পর্যটকদের সরে আসতে নির্দেশ দিল

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : বছরের প্রথম দিন থেকে সিকিমে তুষারপাত শুরু হয়েছে। তাতে উল্লসিত পর্যটকেরা। তাঁরা তুষারপাত দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সেই উল্লাসে বাধা পড়তে চলেছে। কারণ শনিবার বিকেলে পূর্ব সিকিমে (নাথুলা, বাবা মন্দির এবং ছাঙ্গু) প্রশাসন পর্যটকদের এলাকা থেকে চলে যেতে বলছে। কারণ, তুষারপাতের কারণে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে পর্যটকদের উদ্ধার করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যাবে।

২০২৬ সালের প্রথম দিন থেকে সিকিমে গভীর রাতে তুষারপাত শুরু হয়েছিল উত্তর সিকিমে জিরো পয়েন্টে। আজ বিকেলে তুষারপাত শুরু হয়েছে পূর্ব সিকিমে (নাথুলা, বাবা মন্দির এবং ছাঙ্গু)। সেখানে লাগাদার তুষারপাত হয়েই চলেছে।

এইভাবেই তুষার পড়ে ঢেকে যাচ্ছে পথঘাট।

নববর্ষ উদযাপনে পর্যটকেরা সিকিমে যান। ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা পড়ে যাওয়ায় তাঁরা তুষারপাত দেখতে পেয়ে যান। খবর পেয়ে আশপাশ থেকে পর্যটকেরা ভিড় করতে থাকেন তুষারপাত দেখতে।

কিন্তু লাগাদার তুষারপাত হলে সমস্যা বাড়ে। রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। তেমন হলে পর্যটকেরা আটকে পড়বেন এবং তাঁদের উদ্ধার করা কঠিন হবে। তাতেই প্রশাসন সেই সব এলাকা থেকে পর্যটকদের সরে আসতে বলেছে। গত বছরও উত্তর ও পূর্ব সিকিম থেকে এক হাজার পর্যটককে উদ্ধার করতে হয়েছিল বহু কষ্ট করে। তা থেকে শিক্ষা নিয়েই প্রশাসন আগেভাগে ব্যবস্থা নিতে চলেছে।

বিজেপির সভায় মানবিক পুলিশ

সবাই ব্যস্ত তারকা নেতাকে নিয়ে, জলও পেল না শিশু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ধূপগুড়ি যতীনেরহাট প্রাথমিক স্কুলের মাঠে বিজেপির পরিবর্তন সঙ্কল্প সভায় নেতা-অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর ভাষণের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এক শিশু। অভিযোগ, বারবার পানীয় জলের জন্য নেতাদের কাছে আবেদন জানানো হলেও কেউ নজর দেননি। তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন মিঠুনকে নিয়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রাজ্য পুলিশের মহিলা কর্মীরা পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত শিশুটির সাহায্যে এগিয়ে আসেন। জল ও প্রাথমিক সহায়তার ব্যবস্থা করে শিশুটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। এ নিয়ে তৃণমূল জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, বিজেপি নেতারা সেলিব্রিটি ও অভিনেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে তা কত তাড়াতাড়ি ফেসবুকে পোস্ট করা যায়, সেই নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এসব নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামানোর সময় কোথায়! সভায় বাড়ির লোকের সঙ্গে যাওয়া একটি শিশুও জল পেল না। এটা লজ্জাজনক।

শিশুটির সাহায্যে মহিলা পুলিশকর্মীরা।

আবেদনের কপি আমাকে দিন

(প্রথম পাতার পর)

সেখান থেকে বেশকিছু প্রশ্ন বেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে তুলে ধরেন তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক নেতা বীরেন্দ্র ওঁরাও। তাঁর বক্তব্যের শেষে সেই সমস্ত অভিযোগের সমাধান দিয়ে শেষ করার পর, আচমকা স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্সের দিকে তাকিয়ে একটি না-বাছা প্রশ্নে অভিষেকের চোখ আটকে যায়। তিনি বক্সের ভেতর থেকেই পড়েন। মিক নাগাসিয়া নামে এক মহিলা চা-শ্রমিক, যিনি আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের বিবেকানন্দ দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। তিনি অভিযোগ পত্রে লিখেছিলেন, 'তিনি তাঁর বিয়েতে রূপশ্রীর অনুদানের টাকা পাননি।' প্রশ্ন পড়ে অভিষেক তাঁর কাছে জানতে চান যে, তিনি অনুদান পাবার জন্য আবেদন করেছিলেন কিনা, করলে কোথায় করেছিলেন? এরপর ওই মহিলা জানান, তিনি জেলাশাসকের দফতরে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু অনুদান পাননি। এই কথা শোনার পর অভিষেক তাঁকে বলেন আবেদনের একটি কপি তাকে পাঠাতে। তিনি রূপশ্রীর অনুদানের টাকা পাইয়ে দেবার গ্যারান্টি দেন। অভিষেকের গ্যারান্টিতে সভাস্থল থেকে খুশি মনে বাড়ি ফেরেন ওই মহিলা চা-শ্রমিক।

মিক নাগাসিয়া। এই চা-শ্রমিককে বিয়ের টাকা দেওয়ার গ্যারান্টি অভিষেকের। আলিপুরদুয়ারে, শনিবার

ক্যানসার আক্রান্তকেও ছাড় দিল না কমিশন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ভোটার তালিকায় নাম টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে হার মানছে মানবিকতা। শুনানিতে যোগ দিতে গিয়ে রায়গঞ্জ ব্লক অফিসে দেখা গেল এক মর্মান্তিক দৃশ্য। ক্যানসারে আক্রান্ত এক রোগীকে টোটোয় করে হাজির হতে হল শুনানি কেন্দ্রে। এই ঘটনায় কমিশনের চূড়ান্ত সংবেদনহীনতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। সোমবার থেকে রায়গঞ্জ ব্লক অফিসে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেখানেই দেখা যায় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, ৫০ বছর বয়সি মহন্ত বর্মনকে। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। কিন্তু ভোটার তালিকায় যদি নাম কেটে যায়, সেই আশঙ্কায় স্ত্রী অণিমাকে টোটোয় বসিয়ে নিয়ে আসেন ব্লক অফিসে।

টোটোয় মহন্ত বর্মন।

নিশীথের উসকানিমূলক মন্তব্য গ্রেফতারের দাবি শুকটাবাড়িতে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে চারিদিকে নিন্দার ঝড়। দলীয় এক সভা থেকে নিশীথ বলেছিলেন, কোচবিহারেও আছে বাংলাদেশ। সেটা কোচবিহারের শুকটাবাড়ি। এই মন্তব্যের পরে উসকানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বলেন, নিশীথ প্রামাণিক যে ধরনের কথা বলেছেন, তা খুবই অপমানজনক। নিশীথ প্রামাণিক এরপর শুকটাবাড়ির ওই রাস্তা দিয়ে যদি যান তবে এলাকাবাসী ও গ্রামের মহিলারা মিলে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। যাতে ওই রাস্তা দিয়ে উনি যাতায়াত করতে না পারেন। এইভাবে ছাড়া এই ধরনের নেতাদের শিক্ষা দেওয়া যাবে না। এদিকে জাতীয় পতাকা হাতে শনিবার বিক্ষোভ মিছিল করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি নিশীথ প্রামাণিককে গ্রেফতারের দাবিও তোলেন তাঁরা। তাঁদের দাবি এলাকায় অশান্তি বাধাতেই এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা। বিজেপির লক্ষ্যই হল বিভেদের রাজনীতি করা।

নিশীথকে গ্রেফতারের দাবিতে পথে তৃণমূল।

অমানবিক কমিশন

এসআইআর শুনানিতে ডাক পড়েছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ভোটারেরও। ফের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে শুনানিতে উপস্থিত হন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন তীর্থবাহাদুর রাই। জন্ম থেকেই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। বাগডোগরার সুকান্তপল্লির বাসিন্দা তীর্থ ৬০% শারীরিক অক্ষম। মানবিকভাতাও পান। ২০০২ সালে পরিবারের কারও নাম না থাকায় শুনানিতে আসতে হয়েছে। নয় কিমি দূর থেকে গাড়িভাড়া করে দাদা ও স্ত্রীর সঙ্গে এসেছেন।

এসআইআর কাড়ল আরও ৩

(প্রথম পাতার পর)

বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইছামারী এলাকায় এসআইআর সংক্রান্ত কাজের চাপে মৃত্যু হয়েছে বিএলও আশিস ধরের। বাণেশ্বর সার্কেলের পূর্ব গোপালপুর চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আশিস কোচবিহার উত্তর বিধানসভার ইচ্ছামারী এলাকার ৩/১০৩ নং বুথে বিএলও-র দায়িত্বে ছিলেন। এদিন খবর পেয়েই মৃতের বাড়িতে যান তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। অন্যদিকে, হুগলির রিষড়ায় এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়েই প্রবল দুশ্চিন্তা থেকে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধের। জানা গিয়েছে, ৪ জানুয়ারি শুনানিতে হাজির থাকার জন্য নোটিশ পেয়েছিলেন রিষড়ার ৮৫ বছরের ধনঞ্জয় চতুর্বেদী। পরিবারের অভিযোগ, নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই চিন্তিত ছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থতার জন্য বাড়িতেই শয্যাশায়ী ছিলেন। শনিবার সকালে গুরুতর অসুস্থতার কারণে তাঁকে রিষড়া মাতৃসদন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। মৃতের ছেলে রাজেন্দ্র চতুর্বেদী বলেন, শুনানিতে কোথায় যেতে হবে, কী করে যাবে, নাম বাদ গেলে কী হবে— এসব নিয়েই চিন্তিত ছিলেন বাবা। একইসঙ্গে, হিঙ্গলগঞ্জেও বউমাকে শুনানির নোটিশ পাঠানোয় দুশ্চিন্তা থেকে প্রাণ হারিয়েছেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম অসিত কুণ্ডু (৮০)। খবর পেয়েই হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার বার্তা দেন। বিধায়ক জানিয়েছেন, ভাণ্ডারখালির দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৩ নং বুথের বাসিন্দা অসিত কুণ্ডু। কয়েকদিন আগে তাঁর বউমা রত্না দে কুণ্ডুর নামে শুনানির চিঠি আসে। তারপর থেকেই বৃদ্ধ আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে শনিবার ভোররাতে মৃত্যু হয় তাঁর।

আলিপুরদুয়ার বিজেপিকে সবক শেখাবে

(প্রথম পাতার পর)

বিজেপি সাংসদদের সাপের সঙ্গে তুলনা করে অভিষেক বলেন, এরা সাপের মতো, আপনি দুধ দিয়ে বড় করবেন, এরা আপনাকেই কামড়াবে!

কেন বিজেপি বাংলার জন্য বিপদ তা বিশদে বুঝিয়ে বলেন অভিষেক। তাঁর কথায়, বিজেপি আপনাদের ভোট নিয়ে আপনাদেরই ভাতে মারতে চেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার সব টাকা আটকে রেখেছে। টাকা দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বাংলার আবাস, স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী, জমির পাট্টা, মজুরি বৃদ্ধি সবই দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। অভিষেক বলেন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, তৃণমূল কংগ্রেস আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরসা। সারা বছর আমরা আপনাদের পাশে থাকি। ওরা তো ভোটের সময় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। এবারও আসবে আপনাদের কাছে। মুখে বলবেন ওদের ভোট দেবেন। কিন্তু ভোটের দিন বোতাম টিপবেন জোড়া ফুলে। এদিন এই সভাকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ারে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে ৬১টি চা-বাগান থেকে হাজার হাজার শ্রমিকরা এসেছিলেন। গোটা মাঠ উপচে পড়ে। তিলধারণের জায়গা ছিল না

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য সরকারি স্কুলগুলিতে খবরের কাগজ পড়া এবং পড়ানো বাধ্যতামূলক করল রাজস্থান সরকার। কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশ সরকার এই পদক্ষেপ নেয়। এবার রাজস্থান সরকারের নির্দেশিকা, প্রতিটি স্কুলে অন্তত দু'টি করে দৈনিক কিনে পড়ুয়াদের তা পড়তে দিতে হবে এবং পড়ে শোনাতে হবে

গত একবছরে ৮১টি দেশ থেকে ফেরত ২৪ হাজার ৬০০ ভারতীয়

নিয়মের গেরো, অজ্ঞতা, প্রতারণার শিকার বহু ভারতীয় শ্রমিক

নয়াদিল্লি: শুধু ট্রাম্প জমানার আমেরিকাই নয়, বিশ্বের আরও বহু দেশ থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে ভারতীয়দের। বহিষ্কারের তালিকার শীর্ষে রয়েছে সৌদি আরব। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্যের দাবি, ফেলে আসা এক বছরে মোট ৮১টি দেশ থেকে ২৪ হাজার ৬০০-র বেশি ভারতীয়কে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ৫ বছরে এত বেশি ভারতীয়কে এর আগে বহিষ্কার করা হয়নি। ২০২৫ সালে শুধু সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ১১ হাজারের বেশি ভারতীয়কে। অন্যদিকে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে ৩৮০০ ভারতীয়কে। এব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ওয়াশিংটন ডিসি ও হিউস্টন। ভিসার কড়াকড়িতে চিহ্নিত হয়ে যান তাঁরা।

লক্ষণীয়, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, বাহারিন, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া থেকেও প্রচুর সংখ্যার ভারতীয়কে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিদেশ দফতর বলছে, এই দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় বহিষ্কৃত হয়েছেন

মায়ানমার থেকে। সংখ্যাটা ১৫৯১। এরপরেই আছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সেখান থেকে মোট ১৪৬৯ জনকে ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মালয়েশিয়া থেকে পাঠানো হয়েছে ১৪৮৫ জন ভারতীয়কে। বাহরিন থেকে ৭৬৪ জন, থাইল্যান্ড থেকে ৪৮১ জন এবং কম্বোডিয়া থেকে ৩০৫ জনকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, মায়ানমারে ভারতীয়দের অনেককেই সাইবার দাসত্বের শিকার হতে হয়েছিল। একইরকম অভিযোগ উঠেছিল কম্বোডিয়ার কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে। সেখানে ভারতীয়দের সাইবার অপরাধের কাজে জোর করে ব্যবহার করা হত বলে জানা গেছে। কিন্তু সমস্যাটা কোথায়? আসলে বিদেশে কর্মরত ভারতীয়দের মধ্যে একটা বড় অংশই কিন্তু শ্রমিক। কেউ অদক্ষ, কেউ কম দক্ষ। এঁরা সাধারণত কাজ করেন নির্মাণ শিল্পে কিংবা যুক্ত থাকেন বাড়ির পরিচর্যার কাজে। এই শ্রমিকদের অনেকেই স্থানীয় আইনকানুন সম্পর্কে অবহিত নন। ফলে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়ে যান তাঁরা। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁদের অস্বস্তি আরও বাড়ে। শুধু তাই নয়, যে কাজে তাঁদের নিযুক্ত করা হয় তার বৈধতা নিয়েও অনেক সময় অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ শ্রম আইন লঙ্ঘনেরও। এখানেই শেষ নয়, সবচেয়ে বড় বিপদ হল, দালালচক্রের প্রতারণা। তার ফলে চাকরির আশায় গিয়ে অনেকেই জড়িয়ে পড়েন নানা ধরনের অপরাধে। এইসব কারণে বিদেশে তাঁদের অনেক সময় শাস্তি ভোগ করতে হয়। বহিষ্কার করা হয় সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে।

দেশের 'টাইগার-স্টেট' মধ্যপ্রদেশের ব্যাঘ্রকুলে মৃত্যুমিছিল অব্যাহত

১ বছরে মৃত ৫৫টি বাঘ, যা গত ৫২ বছরে সর্বাধিক

ভোপাল: ভারতের 'টাইগার স্টেট' হিসেবে পরিচিত মধ্যপ্রদেশে বাঘেদের মৃত্যুমিছিল থামছেই না। সর্বশেষ গত সপ্তাহে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের সাগর জেলায় আরও একটি বাঘিনির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সবমিলিয়ে ২০২৫ সালে মধ্যপ্রদেশে মোট বাঘের মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫-তে। ১৯৭৩ সালে 'প্রোজেক্ট টাইগার' বা ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে গত ৫২ বছরে এটিই এক বছরে বাঘ মৃত্যুর সর্বোচ্চ পরিসংখ্যান। গত সপ্তাহে সাগর দক্ষিণ বনবিভাগের অন্তর্গত ধানা রেঞ্জের হিলগান গ্রামের কাছে সাগর-ধনা রোডে আট থেকে দশ বছর বয়সি পূর্ণবয়স্ক বাঘিনিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ধানা ফরেস্ট রেঞ্জার প্রতীক শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে বনবিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মতে, বাঘিনিটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই এবং বিষক্রিয়ার কোনও প্রাথমিক প্রমাণও মেলেনি। তবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে ধারণা করা হচ্ছে যে, গ্রামবাসীদের বসানো বৈদ্যুতিক ফাঁদ বা ইলেকট্রিক শকের কারণে বাঘিনিটির মৃত্যু হয়েছে। মৃত বাঘিনিটি স্থানীয় এলাকায় দীর্ঘকাল ধরে বিচরণ করছিল নাকি বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী টাইগার রিজার্ভ বা পান্না টাইগার রিজার্ভ থেকে সেখানে এসেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন বনকর্মীরা। উদ্বেগের বিষয় হল, চলতি বছরে মধ্যপ্রদেশে মারা যাওয়া ৫৫টি বাঘের মধ্যে ১১টির মৃত্যু অস্বাভাবিক কারণে ঘটেছে। এর মধ্যে অন্তত আটটি মৃত্যুর কারণ হল খেত রক্ষায় গ্রামবাসীদের বসানো বিদ্যুৎবাহী তারের ফাঁদ। মূলত বুনো শুয়োর বা নীলগাইয়ের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে কৃষকরা এই ফাঁদ পাতেন, যা বাঘের জন্য মৃত্যুফাঁদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বন্যপ্রাণীর মাধ্যমে নষ্ট হওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও ধীরগতির হওয়ায় কৃষকরা নিজেরাই এমন মরণফাঁদ তৈরি করছেন। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে সরব হয়েছেন বন্যপ্রাণী-প্রেমীরা। ভোপালের বন্যপ্রাণী কর্মী অজয় দুবে সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে লিখেছেন, বাঘ মৃত্যুর এই চক্র কবে শেষ হবে? মধ্যপ্রদেশ এবছর ৫৫টি বাঘ হারিয়েছে, অথচ প্রশাসনের কোনও জবাবদিহিতা নেই। সাগর জেলায় উদ্ধার হওয়া বাঘিনিটি পান্না টাইগার রিজার্ভের হতে পারে বলে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাঘের সংখ্যায় শীর্ষে থাকলেও একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা এখন মধ্যপ্রদেশ বনবিভাগের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

শিশুকে গণধর্ষণ করে ছাদ থেকে ফেলে খুন উত্তরপ্রদেশে

বুলন্দশহর: যোগীরাজ্যের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে। নানা ঘটনায় তার নমুনা উঠে আসছে প্রতিদিন। এবার এক নারকীয় কাণ্ড ঘটল উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে। ৬ বছরের একরত্তি শিশুকে গণধর্ষণের পর ছাদ থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে খুন করার অভিযোগ। শিশুটির বাবা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, ছাদে যখন তাঁর কন্যা খেলছিল তখন দুই যুবক ছাদে উঠে ওই কাণ্ড ঘটায়। তাঁর কন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। অভিযোগের কথা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় সিকান্দ্রাবাদ এলাকায়। তদন্তকারী দল গঠন করে পুলিশ দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। তাদের খোঁজ পেয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলে পুলিশ। অভিযুক্তরা তা শুনলে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। এনকাউন্টারে জখম দু'জনকেই এরপর গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা অপরাধের কথা কবুল করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিহারে ২০-২৫ হাজারে মিলছে 'মেয়ে'! নির্লজ্জ বিজেপি নেতার কুৎসিত বক্তব্যে তীব্র নিন্দার ঝড়

দেরাদুন: বিজেপি দলের নারীবিদ্বেষী চেহারা আবার সামনে এল। উত্তরাখণ্ডের বিজেপির নেতার নারীবিদ্বেষী মন্তব্য সামনে আসতেই নিন্দার ঝড়। গোবলয়ের সংস্কৃতিতে বহুক্ষেত্রে বিয়ে মানে পণের বিনিময়ে মেয়েদের কোনও পরিবারে কার্যত বিক্রি করা বোঝায়। বিজেপির নেতারা সেই অসুস্থ সংস্কৃতির ধারক-বাহক। উত্তরাখণ্ডের বিজেপি মন্ত্রীর স্বামী গিরিধারী লাল সাহু যেমন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিহারের মেয়েদের নিয়ে এই বিজেপি নেতার কুরুচিকর বক্তব্য ভাইরাল হওয়ার পরেও নির্লজ্জ বিজেপি নেতা ক্ষমা চাওয়ার ধারকাছ দিয়ে গেলেন না। পাল্টা বিরোধীদের ঘাড়ে তাঁর বক্তব্য বিকৃতির দায় ঠেললেন। উত্তরাখণ্ডে একটি গণবিবাহের আসরে সম্প্রতি পুরুষদের মধ্যে বিয়ের প্রচার নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন মন্ত্রী রেখা আর্যর স্বামী গিরিধারী লাল সাহু। সেখানেই তিনি দাবি করেন, বিবাহের যোগ্য মহিলা পাওয়া না গেলে বিহারে যেতে হবে। সেখানে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায় পাওয়া যায় বিবাহযোগ্য মহিলা। এই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরই সরব হয় বিরোধীরা। সেই সঙ্গে বিহার থেকেও প্রতিবাদের স্বর শোনা যায়। সম্প্রতি এই বিহার থেকে নারীর সম্মানরক্ষার জন্য সরব হয়েছিলেন আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের কন্যা রোহিণী আচার্য। নারীর সম্মান রক্ষায় ভাতা দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে কীভাবে তাঁরা সম্মানের অধিকারী হবেন, তা নিয়ে নীতীশ কুমার সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। ফের একবার গোটা দেশে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি নেতা কার্যত প্রমাণ করে দিলেন মহিলাদের পণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারেন না তাঁরা। মহিলাদের প্রতি বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ্যে চলে আসার পর চাপের মুখে বিজেপি নেতা গিরিধারী লাল। তবে আশ্চর্যজনকভাবে এই ন্যক্কারজনক বক্তব্য প্রকাশ্যে চলে আসার পরেও একবারও ক্ষমা চাওয়ার ধারকাছ দিয়ে গেলেন না বিজেপি নেতা গিরিধারী লাল। উল্টে দাবি করলেন বোন-মেয়েদের তিনি দেবীর আসন রাখেন তাই প্রতি বছর ১০১ জন কন্যার বিয়ের জন্য গণবিবাহের আসর বসান। তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করে কংগ্রেস প্রচার চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন। যদিও এই মন্তব্যের পর যে গণবিবাহের আসর তিনি বসান, তা নিয়েই এবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই বিজেপি নেতা যে পণপ্রথার সমর্থনে বিহারের মতো দেশের অন্য রাজ্য থেকে মহিলাদের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, তা স্পষ্ট। আদতে তিনি যে গণবিবাহের আসর বসান, সেখানেও কি এভাবেই অর্থের বিনিময়ে পাণিগ্রহণ চলে?

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত ১৪ মাওবাদী

সুকমা: বছরের শুরুতে মাওবাদী বিরোধী বড় অভিযানে নামল নিরাপত্তা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের দুই জেলায় মাওবাদী অভিযানে এখনও পর্যন্ত ১৪ জন মাওবাদীদের দেহ উদ্ধার করেছে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড। নিহতদের মধ্যে মাওবাদীদের শীর্ষনেতা সচিন মাংড়ু রয়েছেন বলে দাবি ছত্তিশগড় পুলিশের। তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রেখেছে বাহিনী। পরে আরও একাধিক শীর্ষ মাওনেতার মৃত্যুর খবর মিলতে পারে বলে দাবি পুলিশের।

সুকমা ও বিজাপুরের জঙ্গল এলাকা মাওবাদীমুক্ত করতে শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ ডিআরজি বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে। তখনই বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো শুরু করে মাওবাদীরা। সুকমার দক্ষিণ বনভূমিতে শুরু হয় গুলির লড়াই। গুলির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত সুকমার কিস্তারাম থানা এলাকায় ১২ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়। গুলির লড়াই থামলেও এলাকায় তল্লাশি জারি রেখেছে বাহিনী।

অন্যদিকে বিজাপুরের জঙ্গল এলাকাতেও শনিবার ভোর থেকে তল্লাশির পর বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয়। ভোর ৫টা থেকে গুলির লড়াই চলে। বিজাপুরে ২ মাওবাদী নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে পুলিশ। ওই এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে ইনসাস, একে-৪৭ এর মতো আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

দুই এলাকায় ডিআরজি-র তল্লাশি অভিযানে মাওবাদীদের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে হতাহতের কোনও খবর নেই। শনিবারের মাওবাদী নিধনের ঘটনায় ছত্তিশগড়ে মাওবাদী মৃতের সংখ্যা এপর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৫ জন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বিষাক্ত জল পান করে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। বমি ও ডায়েরিয়ার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি প্রায় ২০০ জন। পুরসভার পানীয়জলে ভরসা করতে না পেরে বোতলজাত পানীয় জল কেনার হুড়োহুড়ি পড়েছে

ভেনেজুয়েলা আক্রমণ আমেরিকার

প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে সস্ত্রীক বন্দি করা হয়েছে, দাবি ট্রাম্পের

খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদ হাতানোই উদ্দেশ্য?

কারাকাস: চিরশত্রু ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে দেশছাড়া করার ঘোষণা সগর্বে করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যেই ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান শুরু করেছে আমেরিকা। শনিবার আমেরিকা ও ভেনেজুয়েলার সামরিক দ্বৈরথে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিশ্বজুড়ে।

শুক্রবার মধ্যরাতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে পরপর ৭ বার প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। হামলার চলে মিরান্ডা, আরাগোয়ার মতো প্রদেশেও। প্রথমে হামলার বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজ সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানান, ভেনেজুয়েলা এবং সেদেশের নেতা প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে বড় সামরিক অভিযান চালিয়েছে আমেরিকা। ট্রাম্প আরও জানান, মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে বন্দি করে দেশেছাড়া করা হয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের এক কর্তা জানান, আমেরিকার স্পেশ্যাল ফোর্সের হাতে বন্দি হয়েছে প্রেসিডেন্ট মাদুরো।

হামলার নিন্দায় ইরান, কিউবা

এদিকে ট্রাম্পের দাবি নিয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া না দিলেও ভেনেজুয়েলা সরকার আমেরিকার সামরিক পদক্ষেপের কড়া নিন্দা করেছে। ভেনেজুয়েলার দাবি, তাদের দেশের খনিজতেল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হাতিয়ে নিতে চায় আগ্রাসী আমেরিকা। সেজন্য সাধারণ মানুষের বসতি এলাকাতেও হামলা চালানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভেনেজুয়েলায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। সেদেশের আকাশসীমায় বাণিজ্যিক উড়ান বন্ধ রয়েছে। বিশ্বের বহু দেশ ভেনেজুয়েলায় তাঁদের নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। মার্কিন হানার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে ইরান, কিউবা।

মার্কিন ডেল্টা বাহিনীর জালে বন্দি মাদুরো

ওয়াশিংটন: কাকপক্ষীকে টের পেতে না দিয়ে ভেনেজুয়েলার ভিতর ঢুকে মার্কিন সেনা শুধু সামরিক হামলাই চালাল না, বন্দি করল খোদ দেশের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে। আমেরিকার সেনার বিশেষ ইউনিট ডেল্টা বাহিনীর হাতেই বন্দি হয়ে দেশছাড়া করা হল ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে। তাঁকে বন্দি করতে এই বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রায় ৫০ বছর আগে তৈরি হওয়া আমেরিকার এই বিশেষ বাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গোপনে অভিযান চালিয়েছে। ওসামা বিন লাদেনের খোঁজে আমেরিকার অভিযানেও গুরুত্বপূর্ণ

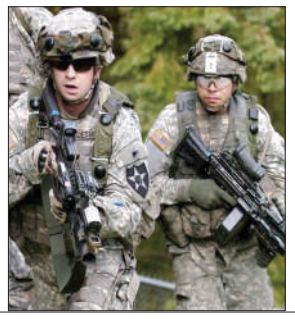

ভূমিকা ছিল ডেল্টা বাহিনীর। যদিও লাদেনকে হত্যা করেছিল মার্কিন নৌসেনার সিল বাহিনী। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের সামরিক শক্তির অন্যতম স্তম্ভ বলা যেতে পারে এই ডেল্টা বাহিনীকে। আমেরিকার এই সামরিক শাখা কাজ করে খুব গোপনে। ডেল্টা বাহিনীর অভিযানের খুব কম তথ্যই প্রকাশ্যে এসেছে। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময়ে 'অপারেশন প্রাইম চান্স', ইরাক থেকে বন্দি উদ্ধার, আইএস জঙ্গি আবু বকর আল-বাগদাদির বিরুদ্ধে অভিযান, সোমালিয়ার অপারেশন গথিক সার্পেন্টের মতো কিছু অভিযানে ডেল্টা বাহিনীর জড়িত থাকার কথা শোনা যায়।

গ্রামে হাসপাতাল নেই, যন্ত্রণা নিয়ে প্রসবের জন্য ৬ কিমি হেঁটে প্রাণ হারালেন প্রসূতি

বিজেপির মহারাষ্ট্রের ছবি

গড়চিরৌলি: ডবল ইঞ্জিনের রাজ্য মহারাষ্ট্রের গ্রামে হাসপাতাল না থাকায় দীর্ঘ ৬ কিমি পথ হেঁটে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে গিয়ে প্রসূতির মৃত্যু। মারা গেল গর্ভের সন্তানও। মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির এই মর্মান্তিক ঘটনা দেখিয়ে দিল বিজেপি রাজ্যে উন্নয়নের অন্তঃসারশূন্য চেহারা। গ্রামে ন্যূনতম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের খোঁজ করতে হলেও কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়। রাস্তা খারাপ থাকায় গাড়ি চলে না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে গিয়ে হাসপাতালে পৌঁছোনোর আগেই তাই মৃত্যু হল এক মহিলার। বাঁচানো গেল না তাঁর গর্ভের সন্তানকেও। মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলার আলদান্দি টোলা গ্রামের ঘটনা। মৃত মহিলার নাম আশা সন্তোষ কিরাঙ্গা (২৪)। তিনি পেশায় আশাকর্মী ছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হেঁটে হেঁটে হাসপাতালে যেতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পরিবার সূত্রে খবর, মহিলা ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁদের গ্রামে কোনও রাস্তা নেই। তাই কোনও গাড়ি গ্রাম পর্যন্ত যায় না। গ্রামে নেই চিকিৎসা বা সন্তান প্রসবের বন্দোবস্তও। তাই বাধ্য হয়ে গত ১ জানুয়ারি হাসপাতালের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করেন মহিলা। প্রায় ছ'কিলোমিটার হাঁটার পর তাঁর পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। অ্যাম্বুল্যান্স ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। হাসপাতাল থেকে পরে জানানো হয়, মহিলার গর্ভে সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল আগেই। অতিরিক্ত রক্তচাপের কারণে মায়েরও মৃত্যু হয়েছে।

চা-বাগানে মজুরি সমস্যার সমাধান

(প্রথম পাতার পর)

প্রথম প্রশ্নই আসে এসআইআর নিয়ে। কালচিনির রীতা ওরাওঁ জানান, তাঁর স্বামী দুবাইয়ে কাজ করেন। এসআইআর শুনানিতে ডাকা হলেও ছুটি পাচ্ছেন না। ফেরার টাকাও নেই। কী করব?

অভিষেকের জবাব : আপনাকে বুঝতে হবে, এভাবে কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। তালিকায় নাম থাকলে কমিশন তা জোর করে কেটে দিতে পারে না। আপনার কাছে বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা আছে। তাই অনলাইনে ফর্ম ৬এ পূরণ করুন। দরকার পড়লে নথিগুলিতে কনস্যুলেটের স্ট্যাম্প নিয়ে জেরক্স কপি বিএলও-কে জমা দিন। আপনাকে যদি কোনও বিএলও এই কথা বলে থাকেন তবে ইআরও-র কাছে অভিযোগ জানান। আর যদি কোনও সমস্যা হয় তৃণমূলের শিবিরে যান। সেখানে গিয়ে একটি জেরক্স কপি জমা দিন। চিন্তা করবেন না।

কালচিনির আরেক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, চা-বাগানের জমিতে বাড়ির ক্ষেত্রে কোম্পানি এনওসি দিচ্ছে না। বাড়িও মেরামত করছে না। জমির পাট্টাও দিচ্ছে না।

অভিষেকের জবাব : কোথাও কোথাও জমিজট রয়েছে। সমাধানে কিছুটা সময় লাগছে। আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন। হয়তো দেরি হচ্ছে, সমস্যা মিটে যাবে। তৃণমূল নেতৃত্বকে অনুরোধ করব প্রশাসনের সহযোগিতায় সমস্যা সমাধান করুন।

জয়প্রকাশ কাঁকরা বলে এক শ্রমিক অভিযোগ করেন, চা-বাগানের ভাল চিকিৎসক নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরও অভাব।

অভিষেকের জবাব : ২-৪ বছর ধরে এই অভিযোগ আসছে আমার কাছে। ২০২২ সালে যখন এসেছিলাম তখন বলেছিলাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হবে। চিকিৎসকের অভাব রয়েছে রাজ্যে। তবে রাজ্য চেষ্টা করছে সমস্যা মেটানোর। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাম্বুল্যান্স, চিকিৎসক, নার্সের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে। আপনি আমাকে এই প্রশ্ন করে ভাল করেছেন। দেরি হতে পারে, মিথ্যা আশ্বাস দেব না।

কুমারগ্রামের বাসিন্দা রাজেশ ওরাওঁ বলেন, এই মজুরিতে সংসার চলে না। দৈনিক মজুরি বৃদ্ধিতে কী করছে সরকার? প্রশ্ন শুনে মঞ্চে রাজেশকে ডেকে নেন অভিষেক। রাজেশ বলেন, আমরা শুধু ১৪ দফার দাবির কথাই শুনি। আর হাতে পাই মাত্র ২৫০ টাকা। হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাই না। জ্বালানি কাঠ দেয় না। বাগানে অ্যাম্বুল্যান্সেরও ব্যবস্থা নেই। নিজেদের ব্যবস্থা করে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছতে হয়। আমরা কতটা বঞ্চিত দয়া করে দেখুন।

অভিষেকের জবাব : আপনার দাবি একেবারেই ন্যায্য। দৈনিক মজুরি, স্কুল যাতায়াতে সমস্যা, চিকিৎসার সমস্যা সবই সত্যি। ২০১১ সালে আমাদের সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় আসার সময় ৬৭ টাকা দৈনিক মজুরি ছিল চা-শ্রমিকদের। অনেক লড়াই করেছি। ২৫০ টাকা হয়েছে। এর আগে যখন এসেছিলাম ২৩২ টাকা ছিল। আমি মরে যাব তবু মিথ্যে কথা বলব না। আমি জানি আড়াইশো টাকায় সংসার চলে না। যেভাবে আলু, সবজি, পোশাক, জুতো, বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের দাম বাড়ছে তাতে সম্ভব নয়। আমি কথা দিচ্ছি, চতুর্থবার মমতার সরকার ক্ষমতায় এলে প্রথমেই গুরুত্ব দেওয়া হবে আলিপুরদুয়ারে। একটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করব। তাতে বাগান মালিক, কারখানা কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা থাকবেন। কমপক্ষে চা-বাগানে ৩০০ টাকা দৈনিক মজুরি করার চেষ্টা করব।

সঙ্গীতা ওরাওঁ জানান, তাঁর জায়ের কয়েকদিন আগে সন্তান হয়েছে। ক্রেশ বানানো নিয়ে জটিলতায় সন্তান পিঠে নিয়ে চা-বাগানে কাজ করতে হচ্ছে।

অভিষেকের জবাব : ৩৪টি চলছে। বাকি ক্রেশগুলিতে আগামী ২ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। যখন কেউ চা-বাগানে কাজ করতে যান তখন পাতা তুলতে তুলতে কাজ করা কঠিন তা আমি জানি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব কথা দিচ্ছি।

শেষে মিক নাকাসিয়া অভিযোগ করেন, বিয়ে করেছেন, রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পাননি।

অভিষেকের জবাব : আবেদনপত্র পাঠাবেন। টাকা পেয়ে যাবেন। বিয়ের জন্য অভিনন্দনও জানান ওই তরুণীকে। বাকি প্রশ্নের পরে উত্তর দেবেন বলে জানান অভিষেক।

শুধু আশ্বাস নয়। বাস্তবসম্মতভাবে কবে সমস্যার সমাধান হবে তা বলে দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কোনও ক্ষেত্রে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন, কখনও জানান, চতুর্থবার ক্ষমতায় এলে মা-মাটি-মানুষের সরকার ব্যবস্থা নেবে। অভিষেকের এই অভিনব উদ্যোগে আপ্লুত চা-শ্রমিকরা। আগে কখনও কোনও নেতৃত্বকে এভাবে সরাসরি জনসভা থেকে সমস্যা শুনে সমাধানের ব্যবস্থার উদ্যোগ নিতে দেখেননি তাঁরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৭-১১ জানুয়ারির পরিবর্তে ৯-১৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত 'সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২৬'

ব্রাত্য বসু বিষয়ক একটি গ্রন্থের কথা

সম্প্রতি অর্ণব সাহা-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'ব্রাত্য অবিকল্প নাট্যপুরুষ'। অনবদ্য সংকলন। আলোকপাত করলেন **ড. বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য**

■ "... ব্রাত্য বসুর থিয়েটার ও তার নিজস্ব রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বদ্রিলার আওড়ালাম কেন? কারণ, নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে, যেসময় থেকে ব্রাত্য তাঁর নাট্যপরিক্রমা শুরু করেন, অতি দ্রুত স্বীকৃতি পায় তাঁর অসম্ভব প্রতিভা, সেই

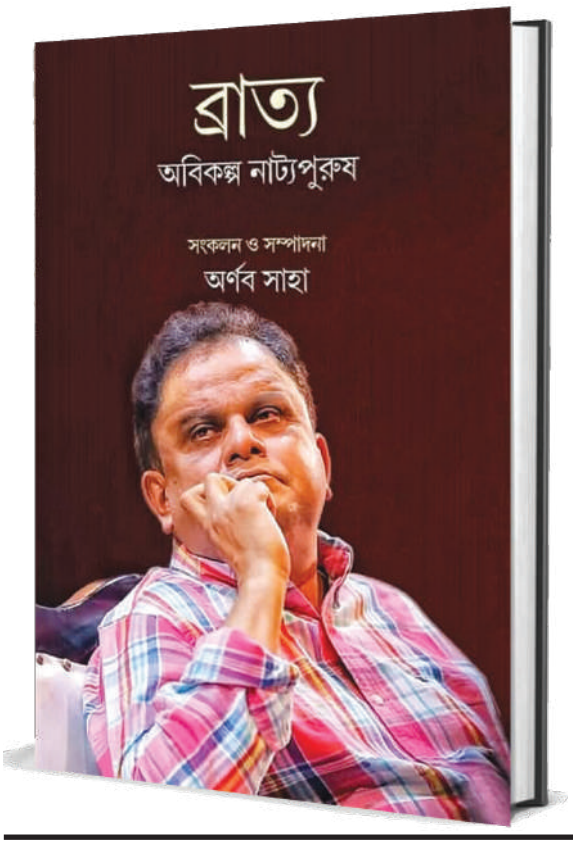

সময় থেকে আজ পর্যন্ত, যে বিস্তৃত সড়ক তিনি অতিক্রম করে এসেছেন, সেই রাস্তার দুই পাশ এবং পটভূমি জুড়ে প্রবল পরাক্রমী উপস্থিতি এই উত্তর-আধুনিক সময়মাত্রার। খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্রাত্যর নাটক, তাঁর বিপুল গদ্য, অজস্র সাক্ষাৎকার, অসংখ্য পারফরম্যান্স এই উত্তর-আধুনিক সময়-চিহ্নিত। আমরা সেই বিপুল লক্ষণগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারি না।''—লিখেছেন সম্পাদক অর্ণব সাহা; 'রিক্ত, অষ্টাবক্র সময়ের রাজনীতি' শীর্ষক একটি লেখায়। সম্প্রতি, তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ব্রাত্য অবিকল্প নাট্যপুরুষ গ্রন্থ। ব্রাত্য বসুর বহুমুখী প্রতিভার আলোচনার ধারাতে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, ব্রাত্য অবিকল্প নাট্যপুরুষ (উদার আকাশ) গ্রন্থ। সম্পাদক স্বয়ং নিবিড় 'ব্রাত্য চর্চা'য় রত অনেকদিন। একদা একটি রচনায় ব্রাত্য প্রতিভার মূল্যায়ন করতে বসে লিখেছিলেন, ব্রাত্য বসুর নাটকে ইতিহাসমান্য ন্যারেটিভের ভিতরেই 'হাজারো অস্বস্তিকর প্রশ্ন ও পালটা বয়ানকে উসকে দেয়। গড়ে ওঠে ইতিহাসের এক প্রতিকল্প'।

বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশক ফারুক আহমেদ স্বয়ং লিখেছেন, "...রাজনীতিতে প্রবেশের আগে, ব্রাত্য বসু বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির সমালোচক হিসেবে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় স্টল থেকে শুরু করে রাজপথে আন্দোলনের প্রথম সারিতে, তিনি সর্বদা সক্রিয় ছিলেন। তাঁর তুখোড় বক্তৃতা এবং যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ তাঁকে একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"

সুসম্পাদিত এই গ্রন্থের শুরুতেই রয়েছে 'নির্বাসনে যেতে হলে সঙ্গে নেব শুধু বই আর গান, সিনেমার অ্যাপ' শিরোনামে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার। বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদক এবং রাজীব বর্ধন, উভয়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলাপচারিতায় বহুমুখী স্রষ্টার সৃজনের বিবিধ পরত উন্মোচিত হয়েছে:

" ...অর্ণব: 'রুদ্ধসঙ্গীত'-এ সন্তোষকুমার ঘোষ, 'অন্তিম রাত'-এ জিন্নাহ বনাম নেহরু, গান্ধীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈরথ, এগুলো থেকে একটা প্যাটার্ন বেরিয়ে আসে যেন, ব্যক্তিই ইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্তা। কিন্তু সেটাই তো ইতিহাসের একমাত্র সত্য নয়। আজকের এই চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী সভ্যতাতেও মানুষ ফের জোট বাঁধছে, যেমন সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন...এটা কি এক ধরনের সীমাবদ্ধতা নয়?

ব্রাত্য বসু: আমার নাটকে সত্যিই কি তাই ঘটছে? 'অন্তিম রাত' নাটকে যখন জিন্নার মেয়ে জিন্নাকে প্রশ্ন করছে, দেশভাগের পর তুমি তো আকাশপথে সীমানা পেরোবে, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ কাঁটাতার পেরিয়ে যাবে...তখন তোমার মনের অবস্থা কী হবে? তখন সেটা তো আর নিছক ব্যক্তি থাকে না। তখন সেটা রাষ্ট্রের ঠিকানায় কড়া নাড়ে। সামাজিক স্তরে চলে যায়। একটা মানুষ মানসিকভাবে উদ্বাস্তু হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে একটা সত্যিকারের ফারাক থাকে। আর এই শারীরিকভাবে উদ্বাস্তু হওয়াটা যে আরও বেশি ভয়ংকর, সেটাই এখানে প্রকট হচ্ছে।"

'বীক্ষণ/পর্যবেক্ষণ' অংশে রয়েছে মোট ৪২টি নিবেদন। তার মধ্যে ৩৭টি বাংলা ভাষায় এবং বাকি ৫টি ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বাংলা লেখাগুলির মধ্যে, সুবোধ সরকার ('ব্রাত্য বসু একটি বিপজ্জনক প্রতিভা'), গৌতম সেনগুপ্ত ('ব্রাত্য বসুর নাটক'), ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ('বৃত্তের বাইরে ব্রাত্য'), বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় ('একটি অন্তরঙ্গ বয়ান'), সৌম্য দাশগুপ্ত ('থ্বেন্ডোলাইন-একটি স্মৃতিকথা'), মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় ('জনপ্রতিনিধির থিয়েটার ও এক বাঙালির ব্রাত্যদর্শন'), উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ('এক লেখকের লেখক'), অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য ('ব্রাত্য বসুর অভিনয় সম্পর্কে অল্প কিছু কথা'), স্বাতী গুহ ('ব্রাত্য বসু : আদ্যন্ত নাগরিক ব্যক্তিত্ব'), দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ('ডিজিটাল প্রজন্মের সমবেত এপিটাফ ব্রাত্যর নাটকে ভবিষ্যদ্বাণী'), রাকেশ ঘোষ ('কুরুক্ষেত্র থেকে করোনা: আত্মজ-ধ্বংসের সময়-কাব্য'), রাজীব বর্ধন ('অনুশোচনা: ভাবে-অনুভাবে'), নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ('ব্রাত্য একজন পাওয়ার-ইনটেলেকচুয়াল'), মৈনাক বিশ্বাস ('ব্রাত্য বসু বিষয়ক'), শম্পা ভট্টাচার্য ('ভাঙা গড়ার গল্প') তীর্থঙ্কর চন্দ ('যে প্রতিপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ আমি'), সেলিম বক্স মণ্ডল ('ব্রাত্যযুগ: নির্মাণ ও ঐশ্বর্য'), পিনাকী রায় ('ব্রাত্য বসুর মাৎস্যন্যায়: আলোচনা এবং পর্যালোচনায়'), প্রদীপ্ত মুখার্জি ('নানা রূপে ব্রাত্য'), নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ('আমার ব্রাত্য বসু'), সম্রাট সেনগুপ্ত ('অনিশ্চয়ের নাট্যতত্ত্ব, ব্রাত্য বসুর ভয় এবং কৃষ্ণগহ্বর নাটকে চিন্তার অরৈখিক চলাচল'), রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী ('থিয়েটারে ব্রাত্যায়ণ'); নানাদিক থেকে স্রষ্টার মূল্যায়ন করেছেন। কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্র ধরে প্রেসিডেন্সি সময়ের স্মৃতি রোমন্থন অথবা মেদিনীপুর সময় থেকে কালিন্দী পর্বের আলাপন, কখনও লেখা নাটকের বিশ্লেষণ, আবার কখনও নির্দেশিত চলচ্চিত্রের আলোচনা অথবা মঞ্চে সাবলীল অভিনয়কুশলতা, নানামুখী সৃজনপরম্পরায় লেখাগুলি আলো ফেলেছে।

গ্রন্থে সংকলিত ইংরেজি লেখাগুলির প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ; নন্দিতা ধাওয়ান লিখেছেন Creusa–The Queen নাটক নিয়ে ('The disorder of Queen Creusa: Questioning the (im)possibility of justice'), রীতা দত্ত সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্রের অভিনেতা ব্রাত্য বসু-র মূল্যায়ন করেছেন ('A Mirror of Changing Times: The Eclectic Oeuvre of Bratya Basu'), চিরন্তন সরকার Virus M নাটকের আলোচনা করেছেন ('Virus M: Conflicting Perspectives on the Logic of Money-Driven Social Systems'), ঋতুশ্রী সেনগুপ্ত Winkle Twinkle নাটকের মূল্যায়ন করেছেন ('Of Twists, Tinkles and Travesties: A critical reading of Bratya Basu's Winkle Twinkle') এবং কৌশিকী দাশগুপ্ত Boma নাটক বিষয়ে আলোচনা করেছেন ('The Polemic of Politics: In the Theatrical World of Bratya Basu')। স্রষ্টা ব্রাত্য বসুর বহুমুখী প্রতিভার দীপ্তিকে পাঠকসমীপে পেশ করার জন্যে বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক এবং প্রকাশক, উভয়েই ধন্যবাদার্হ।

ব্রাত্য অবিকল্প নাট্যপুরুষ
সংকলন ও সম্পাদনা : অর্ণব সাহা
উদার আকাশ
৫৯৯ টাকা

কী পড়বেন?

পা রেখেছে নতুন বছর। এই বছর কী পড়বেন বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা? জেনে নিলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ছোট ছোট বই পড়ছি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

» বয়স হয়েছে। তাই এখন লেখা এবং বই পড়া, দুটোই কমে গেছে। ছোট ছোট গল্প লিখছি। বড় উপন্যাস লেখা যাচ্ছে না। শরীরের কারণে অনেকক্ষণ বসে থাকতে কষ্ট হয়। এখন ছোট ছোট বই পড়ছি। শরীর সঙ্গ দিলে নতুন বছরে আরও কিছু বিদেশি সাহিত্য পড়ার ইচ্ছে আছে। দেখা যাক কী হয়।

বেশি পড়ার চেষ্টা করব

প্রচেত গুপ্ত

» কী পড়ব কিছুই ভাবিনি। বই সামনে হাজির হয়, পড়তে বাধ্য হই। একটা বই কিনতে গিয়ে আরেকটা বই পছন্দ করে ফেলি। প্রতি বছর সাহিত্যে এক-একজন নোবেল পুরস্কার পান। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ লেখকের লেখাই পড়িনি। সেই লেখাগুলো নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। তবে সহজে পড়তে পারব, এমনকিছু বই নতুন বছরে পড়তে চাই। দুম করে একটা ভাল লেখা হাতে এসে গেলে তো পড়তেই হবে। মোটকথা, নতুন বছর কিছু না কিছু পড়ব। ২০২৫-এর তুলনায় ২০২৬-এ বেশি পড়ার চেষ্টা করব। শুধুমাত্র কেরিয়ার আর ইঁদুরদৌড়ের মধ্যে আটকে না থেকে সবাই যেন পড়ার ব্যাপারে উৎসাহী হন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ—যাঁর যা পছন্দ, পড়তে পারেন। পড়তে পারেন ডিজিটাল মাধ্যমেও। তবে প্রত্যেককেই পড়তে হবে। আগের থেকে একটু বেশিই পড়তে হবে। প্রতিজ্ঞা করুন।

অনুবাদ পড়ার ইচ্ছা আছে

দীপান্বিতা রায়

» এই বছরটায় হাতে সময় একটু বেশি। তাই বই পড়া নিয়ে এবার একটা পরিকল্পনা রয়েছে। উনিশ শতকে বাংলার জীবন, বিশেষ করে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে পড়াশোনা করব ঠিক করেছি। পরিমল ভট্টাচার্যের সপ্তগ্রামের ওপর লেখা উপন্যাস শুরু করেছি। এটা পড়ব। কিছু বিদেশি গল্পের অনুবাদ পড়ার ইচ্ছা আছে। সাম্প্রতিক লেখা। বিশেষ করে ইরান এবং আফ্রিকার। আদিবাসী জনজাতির জীবনচর্যা নিয়ে ও কিছু পড়াশোনা করব ঠিক করেছি। সবই ভেবে রেখেছি। কতটুকু হবে জানি না।

১৪
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

মাঠে ময়দানে

4 January, 2026 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্টোকসই সেরা ইংল্যান্ড অধিনায়ক। আমার মতো বাকিরাও একই কথা বলবে। দাবি ক্রলির

অবসর জল্পনা উড়িয়ে ৪-১-এ চোখ স্মিথের

সিডনিতেও সবুজ উইকেট। টেস্টের আগের দিন চিন্তিত স্টোকসের পাশে সতীর্থরাও। শনিবার।

সিডনি, ৪ ডিসেম্বর : ইংল্যান্ড আগেই সিডনি টেস্টের দল ঘোষণা করে দিলেও অস্ট্রেলিয়া সেটা করেনি। অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ বলেছেন সব রাস্তা খোলা রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

ইংল্যান্ড শুক্রবারই ১২ জনের দল ঘোষণা করে দিয়েছে। তাতে অফস্পিনার শোয়েব বশির দলে এসেছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া রবিবার টেস্ট হলেও আগে দল ঘোষণা করেনি কেন? কামিন্স না থাকায় স্মিথ এই টেস্টে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, সিডনি উইকেট খুব ভাল করে দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বলেন, আমরা আগে খুব ভাল করে উইকেট দেখে নিই। তাছাড়া এখানকার আকাশে রোদ্দুর যে কম সেটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। দেখে তো সবুজ উইকেট লাগছে। আমাদের তাই আরও ভাল করে দেখতে হবে।

মেলবোর্নে হেরে অজিরা এখানে এসেছে। তবে সিরিজ ৩-১। সুতরাং স্মিথদের চাপের ব্যাপার নেই। তিনি শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেছেন, আমরা কয়েকজন অলরাউন্ডারকে খেলাতে পারি। স্পিনারও খেলাতে পারি। আবার স্পিনার নাও খেলাতে পারি। আসলে উইকেট দেখে ঠিক করব। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে হেরেছে। যা নিয়ে স্মিথ বলেন, গত সপ্তাহটা খুব খারাপ গিয়েছে। আমরা খারাপ খেলে টেস্টে হেরে গিয়েছি। আশা করি এখানে জিতে সিরিজ ৪-১ করতে পারব। সেক্ষেত্রে যে অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে ভাল জায়গায় থাকবে সেটাও জানিয়েছেন স্টপ গ্যাপ অধিনায়ক।

এদিকে, তাঁর অবসর নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় স্মিথ বললেন, দিনক্ষণ জানি না। পরের সপ্তাহে কি হবে বলতে পারব না। আমি বর্তমান নিয়ে বাঁচি। খোয়াজার বক্তব্য নিয়ে স্মিথ জানান, তিনি তাঁর সতীর্থের মনের কথা বলতে পারবেন না। তবে দীর্ঘদিন ধরে সতীর্থকে দেখে মনে হয়েছে পরিশ্রমে কোনও ফাঁক ছিল না।

এক ওভারে পাঁচ ছক্কা, হার্দিক ১৩৩

রাজকোট, ৩ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই তিনি শুরু করলেন বিজয় হাজারে ট্রফিতে। হার্দিক পান্ডিয়া বরোদার হয়েও বিধ্বংসী মেজাজে। রাজকোটের মূল স্টেডিয়ামে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ৬২ বলে ৬৬ রানে পৌঁছে গিয়েছিলেন তারকা ভারতীয় অলরাউন্ডার। সেই জায়গা থেকে ৩৯তম ওভারে পাঁচ ছক্কা ও একটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৮ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন হার্দিক। হার্দিক যখন ব্যাট করতে নামেন, তখন বরোদার স্কোর ছিল ৭১-৫। সেখান থেকে বিদর্ভ বোলারদের পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। ৩৯তম ওভারে বিদর্ভের বাঁ-হাতি স্পিনার পার্থ রেখাড়ের ওভারে প্রথম পাঁচটি বলেই ছক্কা হাঁকান তিনি। শেষ বলে বাউন্ডারি হওয়ায় ছয় ছক্কা হয়নি। এক ওভারে ৩৪ রান তুলে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন তারকা অলরাউন্ডার। শেষমেশ ৯২ বলে ১৩৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে আউট হন হার্দিক। ১৪৪-এর উপর স্ট্রাইক রেটে তিনি মারেন ১১টি ছক্কা ও ৮টি চার। বরোদাকে পৌঁছে দেন ২৯৩-৯ স্কোরে। হার্দিক-ঝড়ও বরোদাকে ম্যাচ জেতাতে পারেনি। বিদর্ভ ৯ উইকেটে অনায়াসেই জয়ের রান তুলে দেয়। আমন মোখাড়ে ১৫০ রান করেন। অন্য ম্যাচে কেরলের হয়ে সঞ্জু স্যামসন সেঞ্চুরি করেন। তাঁর দল কেরলও ৮ উইকেটে হারায় ঝাড়খণ্ডকে। বিজয় হাজারেতে পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে সেঞ্চুরি কর্নাটকের দেবদূত পারিক্কলের। কেএল রাহুল (৩৫) বড় রান পাননি। কিন্তু দেবদূত ১০৮ রান করেন। কর্নাটকও ম্যাচ জেতে। তামিলনাড়ুর হয়ে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নেন বরুণ চক্রবর্তী।

মেয়েদের টেনিসের উপকার হবে না

সাবালেঙ্কাদের ম্যাচে শুধু মজাই ছিল:ইগা

সিডনি, ৩ জানুয়ারি : আরিয়ানা সাবালেঙ্কার দাবি উড়িয়ে ইগা সুইয়াটেক জানালেন, মেয়েদের টেনিস এমনিতেই দারুণ জায়গায় রয়েছে। তাকে তুলে ধরতে ব্যাটল অফ সেক্সেস-এর প্রয়োজন নেই।

দুবাইয়ে এরকমই এক ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন সাবালেঙ্কা ও নিক কির্গিয়স। দুই সেটের ম্যাচে জিতেছিলেন দ্বিতীয়জন। মেয়েদের টেনিসের একনম্বর সাবলেঙ্কা পরে বলেন, আমাদের টেনিসকে তুলে ধরতে এরকম ম্যাচের দরকার আছে। তাতে বেশ মজাও হয়। তিনি অবশ্য তাঁর দিকের কোর্টের মাপ কমানোর বিরোধিতা করেছেন। এক সার্ভিসের বদলে দুটি করে সার্ভিসেরও দাবি জানিয়েছেন।

১৯৭৩-এ এরকমই এক ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিলি জিন কিং ও ৫৫ বছরের ববি রিগস। খেলাটি জিতেছিলেন রিগসই। ইগা শনিবার সিডনিতে বলেছেন, আমি এই ম্যাচ দেখিনি, কারণ আগ্রহ পাইনি। এরকম ম্যাচ লোক টানতে পারে। মজাও হয়। কিন্তু কোনও উপকারে আসে না। এটা আমার কাছে ৭৩-এর মতো আর একটা বিলি জিন কিংয়ের ম্যাচ।

মেয়েদের টেনিসের দু'নম্বর ইগা স্পষ্ট বলেছেন, তিনি মনে করেন মেয়েদের টেনিস নিজের অধিকারে সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সামনে অনেক গ্রেট অ্যাথলিট আছে। নানারকম কাহিনি ছড়িয়ে। তাই ছেলেদের টেনিসের সঙ্গে তুলনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সত্যি কথা বললে এমন প্রতিযোগিতার দরকারই নেই।

মানসিকতায় এগিয়ে, কার্লসেনে মুগ্ধ গ্যারি

নিজ জার্সি, ৩ জানুয়ারি : সম্প্রতি বিভিন্ন ফরম্যাট মিলিয়ে কেরিয়ারের ২০তম বিশ্ব খেতাব জিতেছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। ডিসেম্বরের শেষ দিন দোহায় জিতেছেন বিশ্ব ব্লিৎজ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫। এরপরই বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে তুলনা শুরু হয়ে যায় ক্ল্যাসিক্যাল দাবায় ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন প্রাক্তন রুশ তারকা গ্যারি কাসপারভের। দোহায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কার্লসেনের কাছেও জানতে চাওয়া হয়েছিল, কাসপারভের থেকে তাঁর কেরিয়ার আরও সফল কি না! কার্লসেন রুশ কিংবদন্তির সঙ্গে নিজের তুলনা চাননি। এবার স্বয়ং কাসপারভও জানিয়ে দিলেন, তিনিও সেরার বিতর্কে ঢুকতে চান না। তবে ৩৫ বছরের কার্লসেনের মানসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রাক্তন রুশ তারকা।

৬৪ খোপের বোর্ডে নরওয়ের তারকার দক্ষতা এবং জেতার খিদের প্রশংসা করে কাসপারভ বলেছেন, পূর্বসূরিদের প্রতি ম্যাগনাসের শ্রদ্ধা, নম্রতা দেখে ভাল লাগে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দৈত্যদের কাঁধে চড়ে থাকতে হয়। তাই মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকতে হয়। ম্যাগনাসের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতাও খুব ভাল। অবশ্যই জয়ের খিদে। এই জায়গায় ও অনেকটা এগিয়ে। ঠিক যেমন দাবা বোর্ডে ও অপ্রতিরোধ্য থাকে। কোনও বাধাই ম্যাগনাসের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আর যদি কেউ বিশ্ব সেরার খেতাব নিয়মিত জিততে চান, তাহলে ইতিমধ্যেই নিজের কাছে থাকা ট্রফিগুলো গণনার কাজ বন্ধ করা চলবে না।

গিলকে নিয়ে চর্চা, ৫ শিকার অর্শদীপের

জয়পুর, ৩ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ যাওয়ার পর শনিবারই প্রথম বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচ খেলার কথা ছিল শুভমন গিলের। তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবের প্রথম একাদশে থাকতেন বাঁ-হাতি পেসার অর্শদীপ সিংও। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের আগে দু'জন ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এদিন অর্শদীপ মাঠে নামলেও শুভমনকে খেলতে না দেখে হতাশ হলেন দর্শকরা। শুভমনের ম্যাচ না খেলা নিয়ে দু'রকম বক্তব্য সামনে আসায় প্রশ্ন ওঠে।

প্রথমে পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা দাবি করেন, কুয়াশার কারণে বিমান দেরিতে নামে জয়পুরে। চণ্ডীগড় থেকে দু'বার ফ্লাইট বাতিল হয়। রাত দুটোর পর জয়পুর পৌঁছনোয় শুভমনের পক্ষে সকালে মাঠে এসে ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়নি। পরে পাঞ্জাবের কোচ সন্দীপ শর্মা জানান, শেষ মুহূর্তে অসুস্থবোধ করায় শুভমনকে খেলানো হয়নি।

সর্বভারতীয় একটি টিভি চ্যানেলের রিপোর্টে দাবি, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে অসুস্থবোধ করায় সিকিমের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি শুভমন। তবে গিলের অসুস্থতা গুরুতর নয়। ৬ জানুয়ারি গোয়ার বিরুদ্ধে তিনি খেলবেন। সিকিমকে অবশ্য মাত্র ৭৫ রানে গুটিয়ে দেয় পাঞ্জাব। অর্শদীপ একাই ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোর্ড হার্দিককে এখনও ১০ ওভার বল করার অনুমতি দেয়নি বলেই একদিনের দলে নেই

মাঠে ময়দানে

4 January, 2026 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

শামির সঙ্গে অবিচার হচ্ছে : লক্ষ্মী

অনুষ্টুপের মঞ্চে অভিমন্যুর সেঞ্চুরি, টানা জয় বাংলার

প্রতিবেদন : ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলেও জাতীয় দলের দরজা খুলছে না তাঁর জন্য। তবু মহম্মদ শামি প্রায় প্রতি ম্যাচেই বাংলার জয়ে অবদান রেখে চলেছেন। শনিবারও বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে তার ব্যতিক্রম হল না। রাজকোটে সানোসারা মাঠে বল হাতে ৩ উইকেট ও ব্যাটে ১১ বলে ২৫ রানের ক্যামিও শামির। সঙ্গে ছন্দ ফিরে পাওয়া অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের ব্যাট থেকে এল ১১৬ বলে ১০২ রানের ঝকঝকে ইনিংস। দু'জনের দাপুটে পারফরম্যান্সে অসমকে ৮৫ রানে উড়িয়ে দিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করল বাংলা। ৫ ম্যাচে চতুর্থ জয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে বঙ্গ ব্রিগেড।

টসে জিতে বাংলাকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় অসম। শুরুটা ভাল হয়নি বাংলার। মাত্র ১১ রান করে সাজঘরে ফিরে যান অভিষেক পোড়েল। অধিনায়ক অভিমন্যুর সঙ্গে আল ধরেন সুদীপ ঘরামি। ৩২ রানের বেশি করতে পারেননি সুদীপ। এরপর অভিমন্যুর সঙ্গে জুটি বাঁধেন শততম লিস্ট 'এ' ম্যাচ খেলতে নামা অনুষ্টুপ মজুমদার। কিন্তু বিশেষ মঞ্চে ৩১ রান করে ফেরেন তিনি। একপ্রান্ত আগলে রেখে শাহবাজ আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান অভিমন্যু। লিস্ট এ ক্রিকেটে নিজের দশম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বাংলার অধিনায়ক। কিন্তু সেঞ্চুরিকে আরও বড় স্কোরে পরিণত করতে পারেননি অভিমন্যু (১০২)। তিনি আউট হওয়ার পর ৬৬ রানে অপরাজিত থাকেন শাহবাজ। সঙ্গে শামির অপরাজিত ২৫ ও আকাশ দীপের ১৭ রানের সৌজন্যে বাংলা ৫০ ওভারে করে ৩০২-৭।

জবাবে শুরু থেকে উইকেট হারিয়ে ৪২.১ ওভারে ২১৭ রানেই গুটিয়ে যায় অসম। শামির ৩ উইকেট ছাড়াও নবাগত লেগ স্পিনার রোহিত দাসের ঝুলিতে ২ উইকেট। এদিন শততম ম্যাচ খেলা অনুষ্টুপকে ১০০ লেখা বাংলার জার্সি ও সতীর্থদের সই করা ব্যাট উপহার দেওয়া হয় দলের তরফে। তবে জয়ের দিনেও শামিকে নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ওয়ান ডে দলে না দেখে হতাশ বাংলা শিবির। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন। বললেন, শামিকে ওয়ান ডে দলে না রেখে ক্রিকেটের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। একজন ফর্মে থাকা বোলারকে দিনের পর দিন জাতীয় দলের বাইরে রাখাটা শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। এটা লজ্জারও।

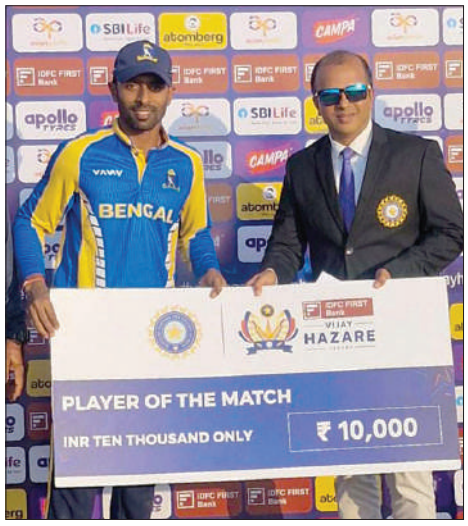

ম্যাচের সেরা পুরস্কার হাতে অভিমন্যু।

সঙ্গার গোলে জয় নর্থ ২৪ পরগনার

জয়ের নায়ক জোমুয়াসঙ্গা।

প্রতিবেদন : ঘরের মাঠে হার নর্থ বেঙ্গল ইউনাইটেডের। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর দলকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল নর্থ ২৪ পরগনা এফসি। আগের ম্যাচে কোপা টাইগার্স বীরভূমের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছিল তারা। অন্যদিকে, নর্থ বেঙ্গল ইউনাইটেড আগের ম্যাচে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-কে হারিয়ে এই ম্যাচে নেমেছিল। এদিন জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল বিশ্বজিতের দল। কিন্তু শেষ মুহূর্তের গোলে নর্থ ২৪ পরগনার কাছে হারতে হল নর্থ বেঙ্গল ইউনাইটেডকে। ম্যাচের ৮১ মিনিটে জোমুয়াসঙ্গার গোলে জিতল নর্থ ২৪ পরগনা। ম্যাচে তুল্যমূল্য লড়াই হয়। প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থায়। দ্বিতীয়ার্ধেও যখন গোলের লকগেট খুলছিল না, তখন নির্ধারিত সময়ের ৯ মিনিট আগে গোল করেন জোমুয়ানসঙ্গা। ম্যাচের সেরাও হলেন তিনি। জিতে ৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠে এল নর্থ ২৪ পরগনা। নর্থ বেঙ্গল ১০ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেল পাঁচে।

জট কাটার ইঙ্গিত, থাকছে অনেক প্রশ্ন

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে আশার আলো। ফেডারেশন ও তিন সদস্যের আইএসএল কমিটির সদস্যরা শনিবার জরুরি বৈঠক করেন। ফেডারেশনের গঠিত তিন সদস্যের কমিটির জমা দেওয়া রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হয়। রিপোর্টকে স্বীকৃতি দিয়েছে এআইএফএফ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের শীর্ষ লিগ আয়োজন করবে ফেডারেশনই। একইসঙ্গে এটাও এআইএফএফ-এর তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, আইএসএল শুরুর দিনক্ষণ আগামী সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে।

ফেডারেশনের জরুরি বৈঠকে কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হওয়ার পর জানানো হয়েছে, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী লিগ হবে। গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত সুপারিশ, যারা এবার লিগে অংশগ্রহণ করবে না, তাদের অবনমন হয়ে যাবে। কিন্তু এই সুপারিশ নিয়েই থাকছে প্রশ্ন। ক্লাব জোটের চাপে পড়ে ফেডারেশন নিজেরা খরচ করতেও রাজি হয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, রেফারিং, ম্যাচ অফিসিয়াল, সম্প্রচার-সহ লিগ চালানোর প্রায় সব খরচ বহন করবে এআইএফএফ। ক্লাবগুলি শুধু নিজেদের দলগঠন এবং হোম ম্যাচ আয়োজন করবে।

লিগে অংশগ্রহণ বা পার্টিশিপেশন ফি হিসেবে ১ কোটি টাকা দিতে হবে ক্লাবগুলিকে। লিগের ফরম্যাট ক্লাবগুলির সঙ্গে বসে ঠিক করবে ফেডারেশন। সেখানে ঐক্যমত না হলে ফেডারেশন নিজের অধিকার প্রয়োগ করবে এবং দ্রুত লিগ শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত করতে হবে।

ফেডারেশনের কমিটির এগুলি শুধুই প্রস্তাব। প্রশ্ন হল, এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক কি অনুমোদন দেবে? সুপ্রিম কোর্ট খুললেই ছবিটা পরিষ্কার হবে। মার্কেটিং পার্টনার আনার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সময় লাগবে। তাই হয়তো আপৎকালীন ব্যবস্থা ফেডারেশনের!

উৎকণ্ঠার মধ্যেই প্রস্তুতি জেমিদের

প্রাকটিসে চিন্তায় কামিন্সরা।

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ক্রিসমাস ও বর্ষবরণের ছুটি কাটিয়ে শনিবার অনুশীলনে নেমে পড়ল মোহনবাগান। কোচ সের্জিও লোবেরা প্রথমদিন ফুটবলারদের ফিটনেসে নজর দিলেন। পাশাপাশি বল নিয়ে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসের পাশাপাশি কিছু ট্যাকটিক্যাল অনুশীলনও করালেন বাগানের নতুন স্প্যানিশ বস। তবে ফুটবলাররা উৎকণ্ঠায় আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

মোহনবাগান অবশ্য লিগ হবে ধরে নিয়েই এগোচ্ছে। তাই বর্ষবরণের ছুটির পর আর কালবিলম্ব করেনি তারা। বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো দল অনুশীলন বন্ধ করলেও গতবারের আইএসএল ও লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা প্রস্তুতিতে খামতি রাখতে চায় না। অনুশীলনে হাসিখুশি মেজাজে থাকলেও জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন, মনবীর সিংরা ম্যানেজমেন্ট কর্তাদের কাছে জানতে চাইছেন, লিগ নিয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি কী! আইএসএল কবে শুরু হতে পারে? ফুটবলারদের আশ্বস্ত করার জায়গাতেও যে নেই কেউ। তবু সব মহল থেকেই যে লিগ শুরু করার তৎপরতা চলছে, সেটাই ফুটবলারদের আশায় রাখছে। ছবিটা অবশ্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও প্রস্তুতিতে গা-ছাড়া মনোভাব নেই মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে। কিয়ান নাসিরি ও আশিস রাই ছাড়া সবাই যোগ দিয়েছেন অনুশীলনে। কিয়ান জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করছেন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন জামশিদ-পুত্র। পারিবারিক কারণে নেই আশিস। বাকিরা ছুটি কাটিয়ে ফিরে চুটিয়ে প্রস্তুতি সারলেন। ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন শুরু করছে সোমবার। শনিবার দুপুরেই চলে এলেন অস্কার ব্রুজো।

চোটই কাঁটা নীরজের ফাঁস ফেডারেশনের

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি : গত সেপ্টেম্বরে টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮ নম্বরে শেষ করেছিলেন নীরজ চোপড়া। এরপর থেকে আর কোনও প্রতিযোগিতায় দেখা যায়নি জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ারকে। নীরজ নতুন মরশুম কবে শুরু করবেন, তা নিয়ে যখন জল্পনা তখন এএফআই-এর নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান আদিলে সুমারিওয়ালা জানিয়েছেন, নীরজ এখনও নিজেকে চোটমুক্ত করার লড়াই চালাচ্ছেন।

গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চোট নিয়েই নেমেছিলেন নীরজ। একটি নয়, দু'টি চোটের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের সেরা তারকাকে। এখনও চোট কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন নীরজ। নতুন মরশুম কবে শুরু করবেন, কোন প্রতিযোগিতায় প্রথম নামবেন, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন নীরজের কিংবদন্তি কোচ জান জেলেজনি। নির্বাচক প্রধান বলেছেন, জেলেজনির কাছে নীরজের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার রয়েছে। সম্পূর্ণ ফিট হওয়ার জন্য এখন বিশ্রামে রয়েছে। চোট সারিয়ে ফেরার লড়াইয়ে। নীরজের দুটো চোট ছিল। ওকে আমাদের কুর্নিশ যে, চোট নিয়েও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেছিল। চোটের জায়গা ফুলে থাকা অবস্থায় টোকিওর ইভেন্টে অংশ নিয়েছে। কখনও কাউকে বলেনি, চোটের কারণে সেরা থ্রো করতে পারেনি। নীরজকে আমরা ইভেন্টে নামতে বারণ করেছিলাম। তবু ও বলেছিল, চেষ্টা করব। নীরজ চোপড়া একজনই। ওর পারফরম্যান্সের এক হাজার ভাগের একভাগও যাদের নেই, তারা কত কথা বলে। কিন্তু নীরজ বেচারা কিছুই মুখে বলে না। আপাতত চোটমুক্ত হওয়াই গুরুত্বপূর্ণ।

টাটা দাবায় গুকেশ নেই

প্রতিবেদন : টাটা স্টিল দাবা থেকে শেষ মুহূর্তে সরে গেলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ। তাঁর খেলা ছিল বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে। যে ম্যাচ নিয়ে দাবা মহলে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যক্তিগত কারণে গুকেশ এই টুর্নামেন্টে খেলবেন না। ৭-১১ জানুয়ারি কলকাতায় এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এতে আনন্দ ছাড়াও অংশ নেবেন আর প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুন ইরিগাইসি,র মতো ভারতীয় খেলোয়াড়রা। গুকেশের বদলে খেলবেন নিহাল সারিন।

১৬
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

মাঠে ময়দানে

4 January, 2026 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুরুতেই ভারত বনাম নামিবিয়া, আমেরিকা। এসব ম্যাচের কোনও আকর্ষণ নেই। শ্রীলঙ্কা বা ইংল্যান্ড হলে ভাল হত, বললেন অশ্বিন

বোর্ডের নির্দেশে মুস্তাফিজুর বাদ

সমাজ মাধ্যম থেকে ছবি সরিয়ে দিল কেকেআর

মুম্বই, ৩ জানুয়ারি : ক্রিকেট আর রাজনীতির গনগনে উত্তাপের মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল বিসিসিআই। কেকেআর তাঁকে নিলামে ৯.২০ কোটিতে নিয়েছিল। এই নির্দেশ তাদেরই দেওয়া হয়েছে।

বিসিসিআই সচিব দেবজিত সহকিয়া শনিবার সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেটা মাথায় রেখে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআরকে তাদের একজন প্লেয়ার বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর বদলে কেকেআর যদি অন্য কোনও প্লেয়ারকে নিতে চায়, তাহলে তারা সেটা করতে পারে।

মাত্র ক'দিন আগে বোর্ডের এক সিনিয়র কর্তা বলেছিলেন বাংলাদেশের প্লেয়ারদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার কোনও পরিকল্পনা নেই তাঁদের। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপের দিকে যাওয়া ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বিসিসিআইকে। তাছাড়া ফ্যানেদের ক্রমবর্ধমান চাপও এর অন্যতম কারণ। মুস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ায় তোপের মুখে পড়েছিলেন কেকেআর মালিক শাহরুখ খান। ছাড় পায়নি তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজিও।

মুস্তাফিজুরকে নিলামে ৯.২ কোটিতে কেনার পর তিনিই ছিলেন আইপিএলে সবথেকে বেশি দাম পাওয়া বাংলাদেশি ক্রিকেটার। কিন্তু আবুধাবির নিলামে একমাত্র বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসাবে কেকেআর মুস্তাফিজুরকে দলে নেওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেন ও নানা স্তর থেকে তোপ এবং হুমকির মুখে পড়েন বলিউড বাদশা আর তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজির লোকজন। কেকেআর নিলামে ১৮ কোটিতে মহেশ পাথিরানাকে তুলে নেওয়ার পর তারা একজন বাঁহাতি পেসারের খোঁজে বড় দামে তুলে নিয়েছিল মুস্তাফিজুরকে। বিসিসিআইয়ের এই নির্দেশের পর অভিষেক নায়ারদের এখন নতুন কোনও সিমারের খোঁজে থাকতে হবে। কে সেই পরিবর্ত সেটাই এখন দেখার। কেকেআর এক বার্তায় বলেছে, তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এই মরশুমের জন্য ২৫ জন ক্রিকেটারের থেকে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪। এরপর কেউ এলে আবার ২৫-এ ফিরবে দল।

শামি ব্রাত্যই, দলে ফিরলেন শুভমন, শর্তসাপেক্ষে শ্রেয়স

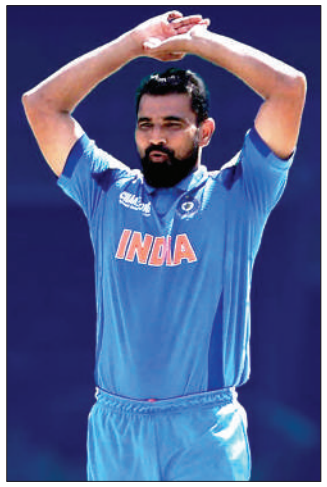

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর : আরও একটি ভারতীয় দল ঘোষিত হল শনিবার। আরও একবার উপেক্ষিত হলেন ঘরোয়া ক্রিকেটে দারুণ ছন্দে থাকা মহম্মদ শামি। জায়গা হয়নি ঈশান কিশানেরও। তবে ঘাড়ের চোট সারিয়ে অধিনায়ক হিসেবে ফিরেছেন শুভমন গিল। শর্তসাপেক্ষে প্রত্যাবর্তন শ্রেয়স আইয়ারেরও। কিন্তু তাঁর ফিটনেসের দিকে নজর থাকবে নির্বাচকদের। এছাড়া প্রত্যাশিতভাবেই একদিনের এই দলে রয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের জন্য শনিবার ১৫ জনের দল বেছে নিলেন নির্বাচকরা। শোনা যাচ্ছিল সাদা বলের ঘরোয়া টুর্নামেন্টে ভাল করার পর দলে ফিরতে পারেন শামি ও ঈশান কিশান। কিন্তু অজিত আগারকর ও তাঁর সঙ্গীরা সেই পথে হাঁটলেন না। বরং মহম্মদ সিরাজকে যেমন ফিরিয়ে আনা হল, তেমনই তাঁর সঙ্গে দলে থেকে গেলেন হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণ ও অর্শদীপ সিংকে। সঙ্গে থাকছেন পেসার অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি।

১১ জানুয়ারি রবিবার প্রথম একদিনের ম্যাচ বরোদায়। ১৪ ও ১৮ জানুয়ারি পরের দুটি ম্যাচ রাজকোট ও ইন্দোরে। শামি ও ঈশানের দলে না থাকায় একটা জিনিস স্পষ্ট যে আগারকররা ঘরোয়া সাদা বলের টুর্নামেন্টকে গুরুত্ব দেননি। অথচ, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা এখন বাধ্যতামূলক। দেখা গেল প্রায় দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দলকেই রেখে দেওয়া হল। তবে অধিনায়ক শুভমন যেমন সেই সিরিজে প্রায় পুরোটাই বাইরে ছিলেন, তেমনই শ্রেয়সও পাঁজরের চোট নিয়ে মাঠের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচকরা তারপরও তাঁদের উপর আস্থা রেখেছেন। অথচ, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রায়পুরে ৮৩ বলে ১০৫ রান করা রতুরাজ গায়কোয়াড় উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছেন।

বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতে শ্রেয়সকে দলে রাখা হল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফর থেকেই তিনি মাঠের বাইরে। তাঁর ফিটনেসের ব্যাপারটা উপযুক্ত সময়ে দেখে নেওয়া হবে। এছাড়া রোহিত, বিরাট, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, কেএল রাহুল অটোমেটিক চয়েস। ঋষভের দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তিনিও ঈশান এবং ধ্রুব জুরেলকে পিছনে ফেলে পনেরোজনে চলে এলেন। কিন্তু টি ২০ বিশ্বকাপের আগে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের পরামর্শে বাইরে রাখা হল হার্দিক পান্ডিয়াকে।

চূড়ান্ত দল : শুভমন গিল (অধিনায়ক), শ্রেয়স আইয়ার (সহ অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা, কেএল রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণ, কুলদীপ যাদব, ঋষভ পন্থ, নীতীশ রেড্ডি, অর্শদীপ সিং ও যশস্বী জয়সওয়াল।

বিশ্বকাপের ম্যাচ সরান আর্জি হয়তো আইসিসিতে

ভারতের বাংলাদেশ সফর নিয়েও প্রশ্ন

মুম্বই, ৩ জানুয়ারি : শুধু আইপিএলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের ব্রাত্য রাখাই নয়, ভারতীয় দলের পড়শি দেশে খেলাও স্থগিত রাখার পথে বিসিসিআই। শুক্রবারই বাংলাদেশ বোর্ড সেপ্টেম্বরের সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশে গিয়ে সাদা বলের সিরিজ খেলার কথা বিরাট কোহলিদের। কিন্তু দেশজুড়ে বিতর্কের পর এদিন মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কেকেআর-কে বোর্ড নির্দেশ দিতেই পরিস্থিতি বদলে যায়। এক বোর্ড কর্তা জানিয়ে দেন, সরকারের কোর্টে বল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সফর অনিশ্চিত।

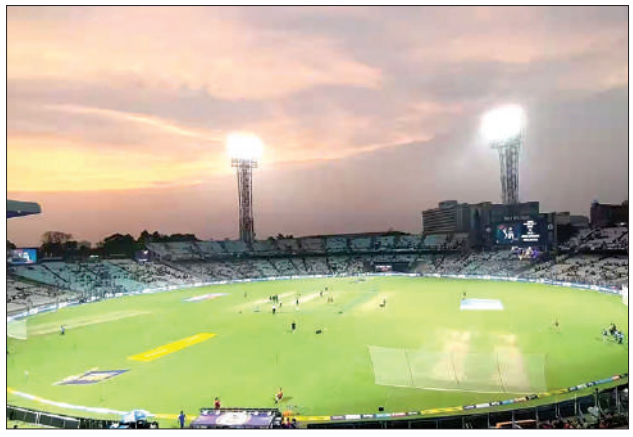

বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ রয়েছে ইডেনে। তার কী হবে, প্রশ্ন।

এরপরই পরিস্থিতি অন্যখাতে বইতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও ভারতে এসে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে আপত্তি জানিয়েছে। তারা আইসিসির কাছে নতুন ভেনু চেয়েছে। বিশ্বকাপে তিনটি ম্যাচ রয়েছে কলকাতায়। ৭ ফেব্রুয়ারি প্রথম দিনই ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ। এরপর ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইডেনে বাংলাদেশের খেলা রয়েছে ইতালি ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে। যদি সত্যিই বাংলাদেশ বোর্ডের দাবি আইসিসির কাছে মান্যতা পায়, তাহলে এই তিনটি ম্যাচ ইডেন থেকে সরে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপের ক্রীড়াসূচিই বদলে যেতে পারে।

গত বছর জুলাইয়ে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু বাংলাদেশের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সফর এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ বোর্ড স্থগিত সিরিজ নতুন করে আয়োজনের স্বপ্ন দেখছিল। শুক্রবার বিসিবি ঘোষণা করেছিল, সিরিজে তিনটি ওয়ান ডে এবং সমসংখ্যক টি-২০ ম্যাচ হবে। কিন্তু মুস্তাফিজুর বিতর্কে সূচি ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ছবিটা বদলে গিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা বলেছেন, আমরা গত বছরও বাংলাদেশে যাইনি। বিসিবি সূচি জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সফর অনিশ্চিত মনে হচ্ছে। সরকারের অনুমোদন ছাড়া আমরা এগোতে পারি না।

অনিশ্চিত লকি

■ **ওয়েলিংটন :** আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে অনিশ্চিত নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার লকি ফার্গুসন। পেশিতে চোটের কারণে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন কিউয়ি পেসার। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ ফিট হওয়ার সম্ভাবনা কমছে। ২০২৪-এর নভেম্বর থেকে চোট এবং চুক্তি বিতর্কে জাতীয় দলের বাইরে থেকেছেন ফার্গুসন। তবে তাঁকে ধরেই টি-২০ বিশ্বকাপ দলের পরিকল্পনা করছিলেন কিউয়ি নির্বাচকরা। লকির চোটের পরিস্থিতির জন্যই বিশ্বকাপ দল এখনও ঘোষণা করেনি নিউজিল্যান্ড বোর্ড। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের মাঝেই দল ঘোষণার কথা।

নেতৃত্বের প্রথম দিন বৈভব ১২

বেনোনি, ৩ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ শুরুর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে একদিনের সিরিজ খেলছে ভারত। প্রথমবার যুব ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ১৪ বছরের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। শনিবার বোনোনিতে প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ বৈভব। ওপেন করতে নেমে ১২ বলে ১১ রান করেন তিনি। তবে রান না পেলেও এদিনও বিশ্বরেকর্ড গড়লেন বৈভব। প্রথম যুব একদিনের ম্যাচে বৈভব টস করার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হল নতুন নজির। ভেঙে গেল পাকিস্তানের আহমেদ শাহজাদের রেকর্ড। ১৪ বছর ২৮২ দিন বয়সে অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে নেতৃত্ব দিলেন বৈভব। শাহজাদ পাক যুব দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ১৫ বছর ১৪১ দিনে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

4 January, 2026 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

শীতের শহরে সার্কাস

শীতের সার্কাস। অঙ্গ হয়ে গেছে বঙ্গ জীবনের। ১২ বছর পর তাঁবু পড়েছে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে। পশুপাখি নেই। তা সত্ত্বেও রকমারি খেলার টানে ভিড় হচ্ছে ভালই। সার্কাসের আশ্চর্য মায়াজগৎ ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

কলকাতার বাঙালি প্রতিষ্ঠান

শীত এলেই সার্কাস আসে। এমনটাই ধারণা সাধারণ মানুষের। বিরাট তাঁবু পড়ে বিশাল আকার মাঠে। বাইরে রকমারি খেলার রঙিন ছবি। কৌতূহল বাড়ায়। রোমাঞ্চিত করে। কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে ভিতরে যাওয়া। মাঝখানে আকর্ষণীয় মঞ্চ। চারদিকে নানা রঙের চেয়ার। আশ্চর্য এক মায়াজগৎ। এই জগতের সঙ্গে মিশে আছে অগণিত মানুষের শৈশব, কৈশোর-স্মৃতি। শীত এলেই ঘুম ভাঙে। মনে পড়ে যায়।

আসলে বাঙালির শীতকাল মানেই নরম লেপের আদর, দুপুরের রোদ, চড়ুইভাতি, জয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়, পিঠেপুলি। আর? ময়দান-কাঁপানো সার্কাস। তবে আগেকার সার্কাসের সঙ্গে এখনকার সার্কাসের আকাশ-পাতাল তফাত। কীরকম তফাত? সেইসময় সার্কাসের মঞ্চে দেখা যেত হিংস্র বাঘ-সিংহের খেলা। এই খেলা দেখার জন্যই ভিড় জমাত সাধারণ দর্শক। শুঁড় উঁচিয়ে মানুষের সঙ্গে বল খেলত হাতি। গণেশ পুজো করত। দেখা যেত আরও অনেক জন্তু-জানোয়ার। সঙ্গে পাখি। এখন আর দেখা যায় না। সার্কাসে বন্ধ হয়ে গেছে পশুপাখির খেলা। তাই কিছুটা হলেও আকর্ষণ কমেছে। তা সত্ত্বেও শীতের হাত ধরে শহরে সার্কাস আসে। মাঠে বিরাট তাঁবু পড়ে। আগের মতো না হলেও, দর্শকের ভিড় হয়।

নানা কারণে সার্কাসের বহু দল উঠে গেছে। তবে এখনও দর্শকদের আনন্দ দিয়ে চলেছে অজন্তা সার্কাস। ৫১ বছর হল কলকাতার এই বাঙালি প্রতিষ্ঠানের। ঐতিহ্যবাহী দলটি প্রায় ১২ বছর পর তাঁবু ফেলেছে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে। এ যেন একপ্রকার ঘরে ফেরা। প্রায় এক যুগ পর পার্ক সার্কাস ময়দানে এলেও, এর মধ্যে দলটি কলকাতার সিঁথির মোড়ে, পাটুলিতেও শো করেছে।

বাচ্চা থেকে বয়স্ক

বছরের প্রথম দিন সকালে ঘুরে এলাম। দেখলাম শো। কথা হল অজন্তা সার্কাসের ম্যানেজার রথীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি জানালেন, ‘‘এক যুগ, অর্থাৎ ১২ বছর পর পার্ক সার্কাস ময়দানে অজন্তা সার্কাস এসেছে। ফলে আমরা খুবই উত্তেজিত। আগের মতো না হলেও, দর্শক সমাগম বেশ ভালই। বাচ্চা থেকে বয়স্ক, সব বয়সের মানুষেরাই আসছেন। হুইল চেয়ারেও আসছেন কিছু মানুষ। এতটাই উৎসাহ। এই সার্কাস অনেককেই স্মৃতিমেদুর করে তোলে। এটা ঠিক, আগের তুলনায় বর্তমানে সার্কাসে ভিড় কম। এর পিছনে রয়েছে বেশকিছু কারণ। বর্তমানে মানুষের রুচি অনেক বদলে গেছে। হাতের মুঠোয় মোবাইল। রকমারি বিনোদন। আগে পশুপাখির আকর্ষণে সার্কাসে ব্যাপক ভিড় হত। এখন তাদের নিয়ে খেলা দেখানো বন্ধ হয়ে গেছে। সেই কারণে ব্যবসা কিছুটা হলেও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। স্বীকার করতেই হবে, মানুষের মন থেকে আজও কিন্তু পশুপাখির স্মৃতি মুছে ফেলা যায়নি। অনেকেই এসে বাঘ-সিংহের খোঁজ করেন। আমাদের সার্কাসে আগে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, ভল্লুক, কুকুরের খেলা দেখানো হত। কয়েক রকমের পাখি তো ছিলই। তখন লাইন দিয়ে মানুষ টিকিট কেটে সার্কাস দেখতে আসতেন। সেই দিন সুখের দিন আজ অতীত।’’

দেশ-বিদেশের শিল্পী

এখন দেখানো হচ্ছে বেশকিছু আকর্ষণীয় খেলা। সেগুলো রোমাঞ্চিত করে। দেখলাম ফ্লাইং ট্রাপিজ, গ্লোব, ফায়ার ড্যান্স, রিং ড্যান্স, জিমন্যাস্টিক, জাগলিং, আগুনের খেলা, ব্যালান্সের খেলা ইত্যাদি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বিদেশি অনেক শিল্পী এই দলে আছেন। মঙ্গোলিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, রাশিয়ার শিল্পীদের খেলা দেখার জন্য ভিড় হচ্ছে ভালই। তিনি জানালেন, ‘‘আমাদের দলে দেশ-বিদেশের মিলিয়ে ৪৫ জনের মতো শিল্পী আছেন। একটা সার্কাসের দল চালাতে খরচ প্রচুর। এতগুলো স্টাফের মাইনে, খাওয়া দাওয়া— সবকিছুই সামলাতে হয়। শীতের মরশুমে দর্শকদের উন্মাদনা বেশি থাকে। তবে আমরা সারাবছরই শো করি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই, যেভাবেই হোক, সার্কাসকে বাঁচাতে হবে। শিল্পটা বাঁচাতে হবে। সার্কাস ভাল চললে মালিক উৎসাহ পাবেন। তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের মতো অনেক মানুষের রুটিরুজি। সহযোগিতা চাই সরকারের।’’

মেরা নাম জোকার

অসমের গুয়াহাটির জিয়ারুল হক। অজন্তা সার্কাসের জোকার চার্লি। কম উচ্চতার হাসি মুখের মানুষটি ছোটদের খুব প্রিয়। তিনি মঞ্চে এলেই হাততালির ঝড় ওঠে। বাচ্চারা অসীম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে। কথা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি জানালেন, ‘‘আমি প্রায় পনেরো-ষোলো বছর সার্কাসে আছি। এর আগে কাজ করেছি জেমিনি, রয়্যাল, কোহিনুর, ফেমাস প্রভৃতি সার্কাসে। দুই-তিন বছর হল আছি অজন্তা সার্কাসে।’’

কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন সার্কাসের সঙ্গে? তিনি জানালেন, ‘‘কম বয়সেই আমি সার্কাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। গুয়াহাটির কাছে আমাদের গ্রামে একটা সার্কাসের দল ছিল। খুব ছোট্ট দল। আমার উচ্চতা কম দেখে ওই দলের মালিক আমাকে কাজের অফার দেন। বলেন সার্কাসে জোকার সাজার কথা। সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজি হয়ে যাই। তারপর মেক আপ করে মঞ্চে উঠে লোক হাসাই। (এরপর ১৯ পাতায়)

রবিবার
4 January, 2026 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাটনগর সম্মানে বাঙালি

জগৎসভায় বাঙালি মেধার জয়জয়কার। ভাটনগর পুরস্কারে সম্মানিত হলেন চার কৃতী বাঙালি। রসায়ন, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং গণিত— এই চার ধারায় ভারতকে বিশ্বস্তরে নিয়ে গেলেন ড. দিব্যেন্দু দাস, ড. দেবার্ক সেনগুপ্ত, ড. অর্কপ্রভ বসু এবং অধ্যাপক সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। পেলেন শান্তিস্বরূপ ভাটনগর সম্মান। তাঁদের সাফল্যের কথা লিখলেন **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

ড. দিব্যেন্দু দাস

ড. দেবার্ক সেনগুপ্ত

ড. অর্কপ্রভ বসু

অধ্যাপক সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়

নতুন বছরের শুরুতেই সুখবর চার কৃতী বাঙালি পেলেন রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার (শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার বিভাগ)। তৈরি করলেন মাইলফলক। কে এই চার বিজ্ঞানী। তাঁরা কেন এই কৃতিত্বের অধিকারী হলেন।

ড. দিব্যেন্দু দাস

কলকাতার বিখ্যাত রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) থেকে পিএইচডি অর্জন করেন ড. দিব্যেন্দু দাস। তাঁর পিএইচডি-র বিষয় ছিল মলিকুলার অ্যাসেম্বলি এবং ন্যানো-টেকনোলজির প্রাথমিক স্তর। পিএইচডি শেষ করার পর তিনি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে গবেষণার সুযোগ পান। তাঁর কর্মজীবনের এই সময়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইজরায়েলের নেগেভ-এর বেন-গুরিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করেন। তখন তাঁর বিষয় ছিল মূলত 'সিস্টেম কেমিস্ট্রি' এবং 'অটো-ক্যাটালিটিক সেট'। এরপর তিনি জার্মানির মিউনিখ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন অণুর বিবর্তন এবং আদিম জৈবিক কাঠামোর কৃত্রিম রূপদান নিয়ে কাজ চালাতে থাকেন। বিদেশে গবেষণার প্রভূত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ড. দাস ২০১৩-'১৪ সাল নাগাদ তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (IISER) কলকাতা-তে শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে রসায়ন বিভাগের একজন সম্মাননীয় অধ্যাপক।

IISER কলকাতায় তিনি নিজস্ব একটি রিসার্চ গ্রুপ তৈরি করেন, যা বৈজ্ঞানিক মহলে 'Das Group' নামে পরিচিত। তাঁদের গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হল— অ্যাবায়োজেনিক প্রোটোকল (নির্জীব থেকে সজীব বস্তুর বিবর্তনের গাণিতিক ও রাসায়নিক মডেল তৈরি) এবং ন্যানো-মেডিসিন— এমন সব জৈব-অণু তৈরি করা যা নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসায় সাহায্য করে। কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণহীন জড় পদার্থ থেকে কীভাবে প্রাণের স্পন্দন বা প্রথম কোষ তৈরি হয়েছিল, সেই রহস্য উন্মোচনই তাঁর গবেষণার মূল লক্ষ্য। তিনি এমন কিছু রাসায়নিক অণু তৈরি করেছেন যা নিজে থেকেই নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করতে পারে (Self-assembly)। ড. দাস দেখিয়েছেন কীভাবে সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে জটিল জৈবিক কাঠামো তৈরি হওয়া সম্ভব। তাঁর এই কাজ বিশ্বজুড়ে রসায়নবিদদের নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। তাঁর গবেষণাগারে এমন কিছু পদার্থ তৈরি হচ্ছে যা বাইরের উদ্দীপনায় (যেমন আলো বা তাপ) নিজের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারে, যা ন্যানো-প্রযুক্তিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার ছাড়াও ড. দাস তাঁর কর্মজীবনে একাধিক সম্মান লাভ করেছেন। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ তাঁকে স্বর্ণজয়ন্তী ফেলোশিপ প্রদান করেছে। কেরিয়ারের শুরুতেই তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সিএসআইআর ইয়াং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান পত্রিকায় ড. দাসের প্রায় দেড়শ মতো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাগারের চার দেওয়ালের বাইরেও ড. দাস একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক।

ড. দেবার্ক সেনগুপ্ত

ইন্দ্রপ্রস্থ ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (IIIT), দিল্লির বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. দেবার্ক সেনগুপ্তের কর্মজীবন আধুনিক বিজ্ঞানের এক চমৎকার বিবর্তন। তিনি একজন প্রথাগত জীববিজ্ঞানী নন, বরং কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে 'কম্পিউটেশনাল বায়োলজি'র এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন।

ড. দেবার্ক সেনগুপ্তের উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি সেখান থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (ISI) কলকাতা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি গবেষণার মূল বিষয় ছিল গাণিতিক মডেল এবং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে জৈবিক তথ্যের বিশ্লেষণ। পিএইচডি শেষ করার পর তিনি বিশ্বখ্যাত গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পান। সিঙ্গাপুরে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবে মূলত জিনোম ইনস্টিটিউট অফ সিঙ্গাপুর (GIS)-এ 'সিঙ্গেল সেল জিনোমিক্স' নিয়ে কাজ শুরু করেন। কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে কয়েক লক্ষ কোষের তথ্য নিমেষের মধ্যে বিশ্লেষণ করা যায়, সেই দক্ষতা তিনি সেখান থেকেই অর্জন করেন। বিদেশের ল্যাবে থাকাকালীন তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় জিনতত্ত্ববিদদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছেন, যার ফলে তাঁর গবেষণাপত্রগুলো আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত হয়। বর্তমানে তিনি IIIT দিল্লি-তে 'অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর' হিসেবে কর্মরত। এর পাশাপাশি এমন একটি অত্যাধুনিক গবেষণাও পরিচালনা করছেন যা ভবিষ্যতে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং জীববিদ্যার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে ড. দেবার্কের কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল ক্যানসার নির্ণয় এবং চিকিৎসায় কম্পিউটারের ব্যবহার। তাঁর ল্যাব এমন কিছু সফটওয়্যার টুল তৈরি করেছে যা কোষের জেনেটিক কোড বিশ্লেষণ করে বলে দিতে পারে কোন কোষটি ভবিষ্যতে টিউমার তৈরি করতে পারে কি না। প্রতিটি মানুষের শরীর আলাদা। তাই সবার জন্য এক ওষুধ কার্যকর হয় না। ড. দেবার্কের অ্যালগরিদম রোগীর জিনের তথ্য দেখে চিকিৎসকদের বলে দেয় কোন্ ওষুধটি তাঁর জন্য সেরা হবে।

শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার ছাড়াও তিনি আরও অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি (INSA) মেডেল লাভ করেন। বিআইআরএসি (BIRAC) ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড।'নেচার কমিউনিকেশনস' এবং 'বায়োইনফরমেটিক্স'-এর মতো বিশ্বসেরা বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ড. দেবার্ক তাঁর আবিষ্কৃত প্রযুক্তিগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেশ কিছু স্টার্টআপ এবং স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন।

ড. অর্কপ্রভ বসু

কম্পিউটার আর্কিটেকচার এবং সিস্টেম সিকিউরিটির একজন বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞ হলেন ড. অর্কপ্রভ বসু। তাঁর কর্মজীবন মূলত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের এমন এক জটিল সন্ধিস্থলে আবর্তিত, যা আধুনিক কম্পিউটিংয়ের গতি ও নিরাপত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্কপ্রভ বসুর মেধার পরিচয় পাওয়া যায় ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই। তিনি ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিটস পিলানি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক (B.E.) সম্পন্ন করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার টানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। সেখানে উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি (Ph.D.) ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ছিল কম্পিউটারের মেমোরি সিস্টেম এবং ভার্চুয়ালাইজেশন।

পিএইচডি শেষ করার পর বিশ্বখ্যাত সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি AMD-এর রিসার্চ ল্যাবে কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (GPU) এবং আধুনিক প্রসেসরের নকশা তৈরির গবেষণায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন। এই শিল্প-অভিজ্ঞতা তাঁকে হার্ডওয়্যারের বাস্তব সমস্যাগুলো বুঝতে সাহায্য করে, যা পরবর্তীকালে তাঁর অ্যাকাডেমিক গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

২০১৫ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (IISC), বেঙ্গালুরুতে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অটোমেশন (CSA) বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। এখানে তিনি নিজস্ব গবেষণাগারে 'কম্পিউটার সিস্টেম আর্কিটেকচার' নিয়ে কাজ করেন।

ড. বসুর কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় অবদান হল কম্পিউটারের মেমোরি ম্যানেজমেন্ট এবং হার্ডওয়্যার সিকিউরিটি। বর্তমানের বড় বড় ডেটাসেন্টার এবং ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেমে তথ্যের আদান-প্রদান দ্রুততর করার জন্য তিনি নতুন ধরনের গাণিতিক মডেল ও হার্ডওয়্যার নকশা তৈরি করেছেন। সফটওয়্যার ভাইরাস বা অ্যান্টিভাইরাস নিয়ে আমরা সচেতন থাকলেও, হার্ডওয়্যার স্তরেও তথ্য চুরি হতে পারে (যাকে সাইড-চ্যানেল অ্যাটাক বলা হয়)। **(এরপর ১৯ পাতায়)**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

4 January, 2026 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

শীতের শহরে সার্কাস

(১৭ পাতার পর)

দর্শকরা আমার খেলা এবং হাবভাব দেখে আনন্দ পেলে, হাততালি দিলে আমার খুব ভাল লাগে। সব বয়সের দর্শকদের জন্যেই কমেডি করি, তবে আমার মূল লক্ষ্য ছোটদের আনন্দ দেওয়া। ছোটদের হাসানোর জন্য নানারকম মজা করি। পাশাপাশি আমি ফ্লাইং ট্রাপিজের খেলাও দেখাই। ট্রাপিজের খেলা শিখেছি দুই-তিন বছর প্র্যাকটিস করে। প্রথম প্রথম ভয় লাগত। কখনও কখনও হাত ছেড়ে জালের উপর পড়েও গেছি। তবে হার মানিনি। প্র্যাকটিস করতে করতে খেলা শিখে গেছি।''

প্রতিযোগিতা আছে

বাড়ির বাইরে ঘুরে ঘুরে কাজ। কে কে আছেন পরিবারে? তিনি জানালেন, ''আমার মা নেই। বাবা আছেন। ভাই-বোন আছে। কাজের জন্য বাড়ি ছেড়ে দলের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবে প্রয়োজন পড়লে মালিকের অনুমতি নিয়ে বাড়ি যাই। কিছুদিন থেকে আবার ফিরে আসি। কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাত, রাজস্থান, ওড়িশা প্রভৃতি জায়গায় শো করেছি। কলকাতায় শো করতে বেশ লাগে। পার্ক সার্কাস ময়দানে ভালই দর্শক হচ্ছে। কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, হাড়োয়ায় শো করেছি। সার্কাসকে এতটাই ভালবেসে ফেলেছি যে, এখন আর অন্য কোনও কাজের কথা ভাবতেই পারি না। এখানে সুখেই আছি। পরিবারের মতো সবাই মিলেমিশে আছি। হাসি-মজা করি। মালিক আমাদের সবরকমের সুবিধা দেন। ফলে কোনও অসুবিধা হয় না। আমি ছাড়াও দলে আরও কয়েকজন জোকার আছে। তাদের সঙ্গে আমার ভালই সম্পর্ক। তবে প্রতিযোগিতা আছে। একে অপরের থেকে ভাল কাজ করার চেষ্টা করি। কেউ অন্যরকম কিছু করলে শেখার চেষ্টা করি। নতুন যারা শিখতে চায়, তাদের পরামর্শ দিই। প্রথম থেকেই আমি ছোটদের খুব ভালবাসি। অনেক খুদে দর্শক শোয়ের শেষে আমাদের খোঁজ করে। দেখা করে।

আমাদের সঙ্গে সেলফি তোলে। হাত মেলায়। কথা বলে। সবমিলিয়ে সার্কাসে ভালই আছি।''

আগুন নিয়ে খেলা

অসমের অজয় তেরং। অজন্তা সার্কাসে কাজ করছেন প্রায় দুই বছর। আগে অন্য দলে ছিলেন। তিনি দেখান আগুনের খেলা। ফায়ার ড্যান্স। খুবই কঠিন এবং বিপজ্জনক খেলা। কেরোসিন তেল মুখে নিতে হয়। তারপর মুখের সামনে জ্বালাতে হয় আগুন। কথা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি জানালেন, ''খেলাটা শিখতে আমার দুই বছর লেগেছে। আগুন নিয়ে খেলা। যথেষ্ট কঠিন এবং ভয়ের। তবে দর্শকদের সামনে এই খেলা দেখিয়ে আমি আনন্দ পাই। সবাই হাততালি দিলে ভালই লাগে। আমার মেয়ে সার্কাসে এসে আমার এই খেলা দেখেছে। তবে তার মোটেও ভাল লাগেনি। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর খেলা খেলতে আমাকে বারণ করেছে। কিন্তু থেমে থাকলে তো চলবে না। এটা আমার পেশা। এই কাজ করেই উপার্জন করতে হয়। মেয়েকে সেটা বুঝিয়েছি। দলে আমরা একটা পরিবারের মতো থাকি। সবাই সবার বন্ধু। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করি। কাজের ফাঁকে সকালের দিকে কলকাতা ঘুরি। করি টুকটাক কেনাকাটা। দারুণ শহর। আরও অনেক জায়গায় শো করেছি। আগুনের খেলা ছাড়াও আমি আরও কিছু খেলা জানি। আগে ঘোড়ায় চড়ে নানারকম খেলা দেখাতাম। এখন তো সার্কাসে পশুপাখির ব্যবহার বন্ধ। তাই ওইসব খেলাও উঠে গেছে। বর্তমানে সার্কাস মূলত জিমন্যাস্টিক নির্ভর।''

বঙ্গ জীবনের অঙ্গ

শীতের নরম রোদ গায়ে মেখে সার্কাস দেখতে এসেছিলেন বহু মানুষ। কথা হল কয়েকজনের সঙ্গে। একজন গৃহবধূ জানালেন, ''ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে এই পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাস দেখতে আসতাম। এখন এসেছি স্বামীর সঙ্গে। একটা সময় আমরা বাঘ-সিংহের খেলা দেখেছি। একেবারে সামনে বসে। তখন খুব ভিড় হত। শো হত হাউসফুল। সেই ভিড় এখন আর নেই।''

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, ''পশুপাখির খেলা বন্ধ। তবে এখানে যেসব খেলা দেখলাম, সেগুলো ভালই লাগল। বিদেশিদের খেলা মনের মধ্যে থেকে যাবে। তাদের শারীরিক কসরত আমাকে মুগ্ধ করেছে।''

এক স্কুল ছাত্রীর প্রতিক্রিয়া, ''আমি কোনওদিনই সার্কাসে বাঘ-সিংহের খেলা দেখিনি। বাড়িতে বড়দের মুখে শুনেছি। এখনকার খেলাগুলো আমার ভালই লেগেছে। রামরাজাতলা শঙ্কর মঠের মাঠেও এবার সার্কাস এসেছে। অজন্তা সার্কাসের মতো বড় নয়। তবে খারাপ লাগেনি। বিদেশিদের খেলা রীতিমতো উপভোগ করেছি।''

যাই হোক, শীতের সার্কাস বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। পশুপাখি নিয়ে হাহুতাশ নয়। যেগুলো আছে সেগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বাঁচাতে হবে এই শিল্পকে। সেই দায়িত্ব দর্শকের।

এবারে পার্ক সার্কাস ময়দানে শো টাইম প্রতিদিন দুপুর ১টা, বিকাল ৪টে, সন্ধ্যা ৭টা। টিকিটের দাম ৫০০, ৪০০, ২৫০ এবং ১৫০ টাকা। অ্যাডভান্স বুকিংয়ের সুযোগ রয়েছে। শুরু হয়েছে ৮ ডিসেম্বর। চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। সপরিবারে ঘুরে আসতে পারেন। **ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভাটনগর সম্মানে বাঙালি

(১৮ পাতার পর)

ড. বসু এমন কিছু চিপ আর্কিটেকচার তৈরি করেছেন যা এই ধরনের হ্যাকিং প্রতিরোধ করতে সক্ষম। হার্ডওয়্যারের সাথে অপারেটিং সিস্টেমের মেলবন্ধন ঘটানোর মাধ্যমে কীভাবে কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা বাড়ানো যায়, তা তাঁর গবেষণার অন্যতম স্তম্ভ।

শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার ছাড়াও তিনি আরও অনেক আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কম্পিউটার আর্কিটেকচার জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান IEEE মাইক্রোটপ পিক্স তার ঝুলিতে। বছরের সেরা গবেষণাপত্রগুলোর জন্য তিনি একাধিকবার এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। তাঁর গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি সংস্থাগুলো তাঁকে গুগল এবং ফেসবুক ফ্যাকাল্টি অ্যাওয়ার্ড-এ সম্মানিত করেছেন ও অনুদান প্রদান করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তাঁর কাজের উৎকর্ষতার জন্য তিনি ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (NSF) ফেলোশিপ লাভ করেন।

অধ্যাপক সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়

টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (TIFR), মুম্বইয়ের গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় সমসাময়িক সময়ের গণিত বিশ্বের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর কর্মজীবন মূলত গণিতের জটিল সমীকরণ এবং মহাবিশ্বের গাণিতিক কাঠামোর এক অপূর্ব সমন্বয়।

সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছাত্রজীবনের একেবারে শুরু থেকেই। তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (ISI) থেকে গণিতে স্নাতক (B.Stat) ও স্নাতকোত্তর (M.Stat) সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি উচ্চতর গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত জ্যাকবস ইউনিভার্সিটি ব্রেমেন (Jacobs University Bremen) থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'কমপ্লেক্স ডাইনামিক্স'— যা গণিতের অত্যন্ত কঠিন এবং আধুনিক একটি শাখা। পিএইচডি করার পর তিনি বিশ্বের সেরা কিছু গাণিতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার আমন্ত্রণ পান। ব্রাউন ইউনিভার্সিটি (USA)-তে তিনি পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে কাজ করেন। আবার, ইউরোপের ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথমেটিকাল সায়েন্সেস (স্পেন)-এ কাজ করার সময় তিনি গণিতের অমূর্ত জ্যামিতিক কাঠামোর সাথে পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেন।

২০১৭ সালে তিনি মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (TIFR)-এ যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে গণিত বিভাগের একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। এখানে তিনি তাঁর নিজস্ব একটি 'ডাইনামিক্যাল সিস্টেম গ্রুপ' পরিচালনা করেন।

সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল 'কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস' এবং 'হলোগ্রাফিক ডাইনামিক্স'। ম্যানডেলব্রট সেট (Mandelbrot Set) গণিতের এমন এক জটিল জ্যামিতিক নকশা যা জুম করলে একই ধরনের কাঠামো বারবার ফিরে আসে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই সেটের সীমানা এবং এর গাণিতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এমন কিছু প্রমাণ দিয়েছেন যা বিশ্ব জুড়ে গণিতবিদদের অবাক করেছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রকৃতির এলোমেলো নকশার মধ্যেও (যেমন মেঘ বা গাছ) এক নিখুঁত গাণিতিক শৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে। গণিতের জগতে 'করস্পন্ডেন্স' বা দুটি ভিন্ন জগতের গাণিতিক মিল খুঁজে বের করায় তিনি দক্ষ। তাঁর এই কাজ ভবিষ্যৎ মহাকাশ বিজ্ঞান এবং স্ট্রিং থিওরির গাণিতিক ব্যাখ্যায় কাজে লাগতে পারে। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার তাঁর কর্মজীবনের একটি মুকুট মাত্র। এ-ছাড়াও তিনি বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য পান বি এম বিড়লা সায়েন্স প্রাইজ। ভারতের ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি তাঁকে ইনসা (INSA)বা ইয়ং সায়েন্টিস্ট মেডেল প্রদান করে। 'ইনভেন্টিওনেস ম্যাথমেটিকা'তে নিয়মিত তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কেবল একজন গবেষক নন, তিনি একজন অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষকও। বাঙালি গণিতবিদদের যে দীর্ঘ উত্তরাধিকার (যেমন সত্যেন্দ্রনাথ বসু) রয়েছে, অধ্যাপক সব্যসাচী তাকে একবিংশ শতাব্দীতে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

অবশেষে বলাই যায়, বঙ্গভূমি আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলোর জন্মদাত্রী, আর ২০২৫-এর এই রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কার তারই এক জীবন্ত দলিল।

রবিবার
4 January, 2026 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবারের গল্প

লকেট চুরি

■ সুদর্শন নন্দী ■

তিনি দারোগাবাবু আর তাঁর ঘরেই কিনা চুরি! কে কীভাবে নিয়ে গেল তাঁর প্রিয় লকেট তিনি ভেবে পান না। ক'দিন কাজে মন নেই। সব সময় লকেটের দিকে মন পড়ে আছে। ইন্সপেক্টর দিগম্বরবাবু থানায় এসে লকেট চুরি গেছে জেনে বললেন, এ তো থানা-পুলিশের বদনাম বড়বাবু। চোর ধরা আপনার কাজ, আর আপনার ঘরেই... ছি ছি ছি। এমনিতে দিগম্বরবাবুর কোনও কথার প্রতিবাদ করেন না দারোগাবাবু, কোথায় আবার বদলি করে দেবেন সেই ভয়ে। আজ মুখ না খুলে পারলেন না, বললেন, ডাক্তারের কি অসুখ হয় না স্যার?

তা শুনে দিগম্বরবাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠে পড়লেন। খানিক পর কাজের ফাই-ফরমাস খাটে বিশুকে মিরদারোগা বললেন, যেভাবেই হোক লকেট আমার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবি। বিশু কাঁদো-কাঁদো সুরে বলল, কীভাবে খুঁজে বের করব বলুন দিকি? আমি তো কিছুই জানি না।

সে তুই জেনে নিবি। লকেট আমার চাই।

[২]

ক'দিন হল বীরপুর থানার মিরদারোগার সাধের পোষ্যটি চুরি গেছে। পোষ্য বলতে নাদুস-নুদুস তাঁর প্রিয় গাভীটি। দারোগাবাবু তার শখ করে নাম রেখেছিলেন লকেট। লোকে হাসাহাসি করলেও লকেটকে এক জোড়া ঝুমকোও কিনে নিজে হাতে কান ফুটিয়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তা সেই প্রিয় লকেট ক'দিন হল দারোগাবাবুর ছোট্ট গোয়াল থেকে চুরি গেছে।

মনে মনে মিরদারোগা ভাবলেন কত চুরির কিনারা তিনি কয়েক সেকেন্ডে করে দিয়েছেন অথচ নিজের ঘরের সদস্যকেই চুরি করে নিয়ে গেল চোর! অবশেষে বিশু, কনস্টেবল দীনু সবাইকে হুমকি দিলেন, যেভাবে হোক লকেটকে চাই-ই চাই। অস্থায়ী কাজের ছেলে বিশু বেশি ভয় পেল কাজটা না হারায়!

সবাই যে-যার মতো সময় করে গরু আর চোর খুঁজতে থাকে। বিশু থানার কাজ সেরে চরকির মতো ঘুরতে লাগল লকেটকে খুঁজতে। যতগুলো গরুর সাথে তার দেখা হল, দেখল, সব একই রকম দেখতে শুধু গায়ের রঙ ছাড়া। তাছাড়া কানে ঝুমকো দেখে যে গরু চিনবে তা সেই ঝুমকো কারও কানে নেই। সে আবার থানায় এল। জিজ্ঞাসা করল, আজ্ঞে স্যার কানে ঝুমকো না থাকলে গরুটা মানে আপনার লকেটকে চিনব কী করে?

কথাটা মনে ধরল দারোগাবাবুর। একটু ভেবে বললেন, শোন, ঝুমকো চুরি গেলেও দেখবি কানে ফুটো দুটো থাকবে। গায়ের রং দুধের মতো সাদা। ল্যাজের চুলগুলো সবুজ ফিতে দিয়ে বিনুনি বানানো।

ঘাড় নেড়ে বিদায় হল বিশু। গরু-খোঁজা করে সে লকেট-সন্ধানে চলল। এক পুকুরে একটা গরুকে নাইতে দেখে সে কান দেখার জন্য জলে নেমে পড়ল। পাশেই বাগদি মেয়েরা স্নান করছিল। বিশুকে নামতে দেখে খুব গালি দিল সবাই। বিশু মনমরা হয়ে এক আমগাছের নিচে বসল। হঠাৎ পিছন থেকে শব্দ এল হাম্বা...

পিছন ফিরে তাকাতেই সে অবাক। একটা গরু তার দিকে তাকাচ্ছে। কানে তার ঝুমকো। রঙও সাদা। ল্যাজের চুলে ফিতা না থাকলেও ফুল বাঁধা ঝুলছে। পুরো ল্যাজটা না মিললেও গরুর বাকি অংশ মিলেছে। ল্যাজ বাদ দিয়ে বাকি গরুটা দারোগাবাবু দাবি করতেই পারেন। তবুও ঝুঁকি না নিয়ে বিশু ভাবলে লেজ ছাড়া গরু মানানসই হবে না। তাই সে মনিহারী দোকান থেকে সবুজ ফিতা কিনে এনে ল্যাজের ঝাপটা খেতে খেতে ফিতাটা বাঁধল কোনওরকমে। এরপর সে লকেট লকেট আদর করতে করতে দড়ি বাঁধবে বলে গরুর গলায় হাত যেই দিয়েছে অমনি সেই গরু রেগে বিশুকে সজোরে মারল গুঁতো। বিশু তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল। জোর বেঁচেছে সে। হাত পা ভাঙেনি। কোমরটা হাত দিয়ে দেখল গোটাই রয়েছে। কনুইটা শুধু ছঁড়ে গেছে। তা যাক গে। বিশু তড়িঘড়ি করে উঠে একটা বুদ্ধি খাটাল। সে জানত সরষের খইল গরুর খুব প্রিয়। সে কেজিখানেক খইল কিনে তা পাতায় রেখে গরুটাকে শোঁকাল। তারপর থানামুখো হল। গরু সে-গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে খাবার লোভে পিছু নিল বিশুর।

থানায় পৌঁছে সোজা সে মিরদারোগার চেম্বারে চলে গেল বিশু। গরু থানার ভেতর ঢোকার জন্য দু-একবার দরজা ঠেলল। বিশু লকেটকে খুঁজে পেয়েছে শুনেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন দারোগাবাবু। দারোগাবাবু আদর করে লকেট-লকেট বলে ডাকতে লাগলেন। ওদিকে রেগে হাম্বা করে ডেকে উঠল গরুটা। মিরদারোগা বললেন এই তো লকেট ডেকেছে আমার কথা শুনে। এ আমারই লকেট বিশু। তুই ঘরে নিয়ে গিয়ে গোয়ালে রেখে আয়। কথামতো খইলের লোভ দেখিয়ে তাকে দারোগাবাবুর ঘরে রেখে এল বিশু। দারোগাবাবুর স্ত্রী গরুটা দেখে সন্দিহান হয়ে বললেন, এটা কাদের গরু-রে বিশু? কানের উপরটা ফোলা টিউমারের মতো। লকেটের এসব তো ছিল না। বিশু তা শুনে বললে, আসার সময় একটা ষাঁড় সজোরে গুঁতিয়ে দিয়েছে ওখানে, তাই ফুলে গেছে।

কোনওরকম মিথ্যে কথা বলে, বিশু থানায় ফিরে এল। ফিরে এসে সে অবাক। দারোগাবাবু তার জন্য প্লেট ভর্তি জিলিপি, গজা, শিঙাড়া এনেছেন। কথায় কথায় বললেন, তোর মাইনেটা সামনের মাস থেকে আর পাঁচশো টাকা বাড়িয়ে দেব বিশু। কত বড় কাজ করলি আমার। বিশু খুশিতে ডগমগ ঠিক এমন সময় গয়লাপাড়ার হিরু গোয়ালা হাজির দলবল নিয়ে। সে দেখল দারোগাবাবু বিশুকে যত্ন করে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। হিরুর ভাই নাড়ু বলল, এই বিশে তুই আমাদের গরু নিয়ে এদিকে এসেছিস, গরু কোথায়?

বিশু গজাতে কামড় বসাবে, নাড়ুর কথা শুনে সেটা বের করে প্লেটে রেখে বলল, তোমার গরু আমি কি জানি। আমি দারোগাবাবুর হারানো গরু নিয়ে এসেছি।

হিরু গোয়ালা রেগে বলল, দারোগাবাবুর গরু? মজা হচ্ছে?

আজ আমাদের গরুপুজো। বড় উৎসবের দিন। সকালে গরুকে সাজিয়ে কানে দুল পরিয়ে, ল্যাজের চুল বেঁধে পুজো দিয়ে একবার বাইরে ছেড়েছি, আর তুই মানিকের দোকানে খইল কিনে লোভ দেখিয়ে চুরি করে আনলি, বল কোথায় রেখেছিস। মানিক সব বলেছে। ডাকব মানিককে?

দারোগাবাবু বললেন, আমার গরুটা ক'দিন হারিয়ে গেছে, তাই ওকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম। গরুটা আমার লকেটই। ওকে ঘরে রেখে এসেছি। হিরু বলল, স্যার গরু আমার ফেরত দিন নইলে কাল ইন্সপেক্টর দিগম্বরবাবুকে দুধ দিতে পারব না। উনি এই গরুটারই দুধ নেন রোজ। জিজ্ঞাসা করলে গরু আপনার ঘরে সেটা বললে কি ভাল হবে স্যার!

আর কথা বাড়াননি দারোগাবাবু । সত্যি যদি প্রমাণ হয় ওটা তাঁর লকেট নয়, তবে শেষ বয়সে চাকরি তো যাবেই, উল্টে বীরপুরে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না।

আর কথা বাড়ালেন না মিরদারোগা। বিশুকে বললেন, যা গরুটা খুলে এনাদের দিয়ে দে।

এমন সময় হিরু ফোনে খবর পেল, গরুটা তার ঘরে ফিরে এসেছে।

দারোগাবাবু ভাবলেন হিরুর গরু ফিরেছে মানে বিশুর আনা গরু তাহলে লকেটই। খুশিতে ঘরে ফোন করলেন স্ত্রীকে লকেট কী করছে জানতে।

গিন্নি উত্তর দিলেন, বিশু রেখে যাবার পরই সে-গরু দরজা ভেঙে কোথায় চলে গেছে।

আমাদের লকেটের এত রাগ কখনও দেখিনি। ওটা অন্য কারও গরু, বিশু নিজেকে বাঁচাতে ঘরে দিয়ে গেছে।

দারোগাবাবু তা শুনে দিনুকে ডাকলেন। মিষ্টির প্লেটটা বিশুর কাছ থেকে নিয়ে দিনুকে ফেরত দিয়ে বললেন, এগুলো ফেরত নিয়ে যা! বিশুর তখন কাঁদতে শুধু বাকি।

অঙ্কন : শংকর বসাক

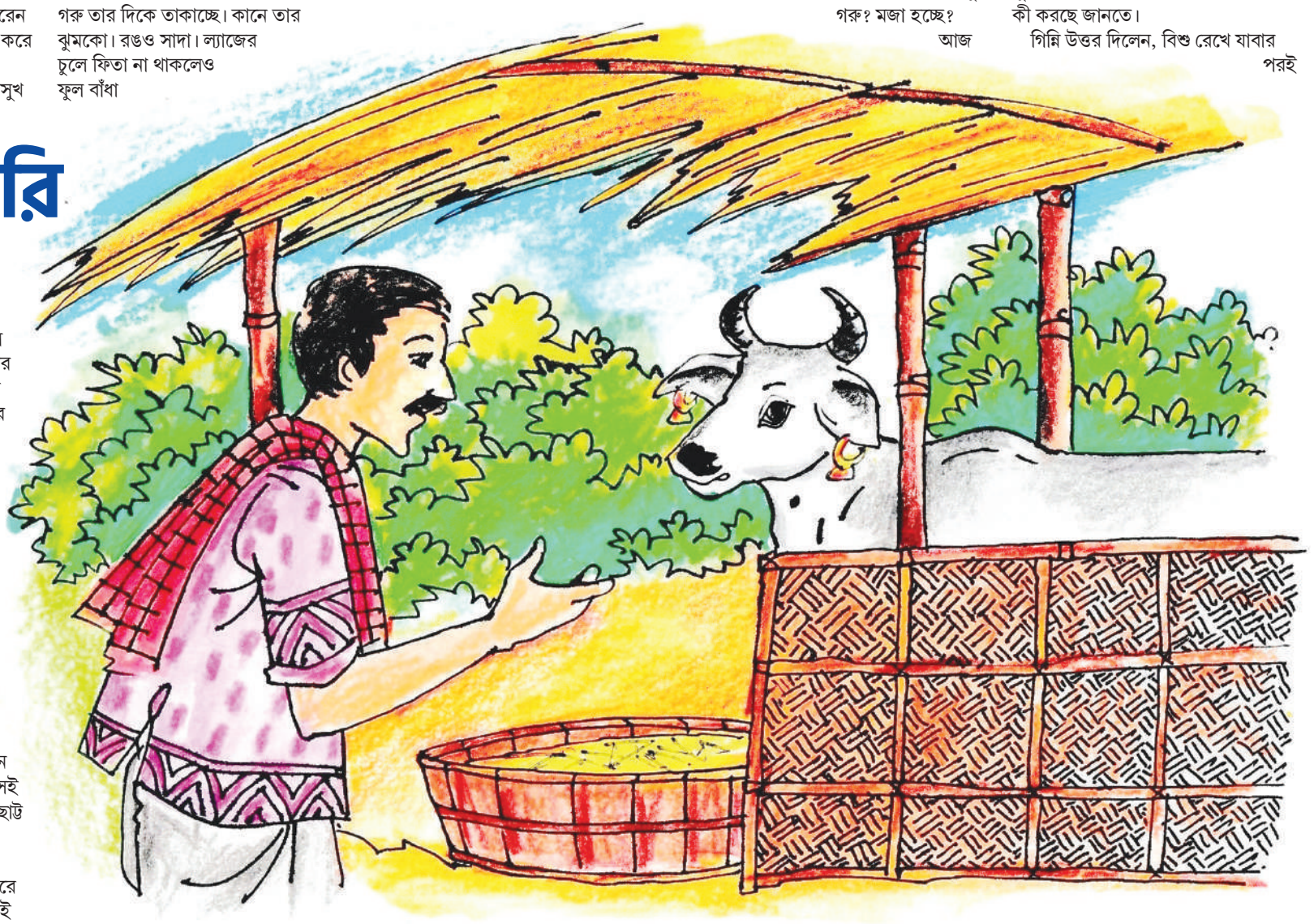

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন robbarergolpo@gmail.com